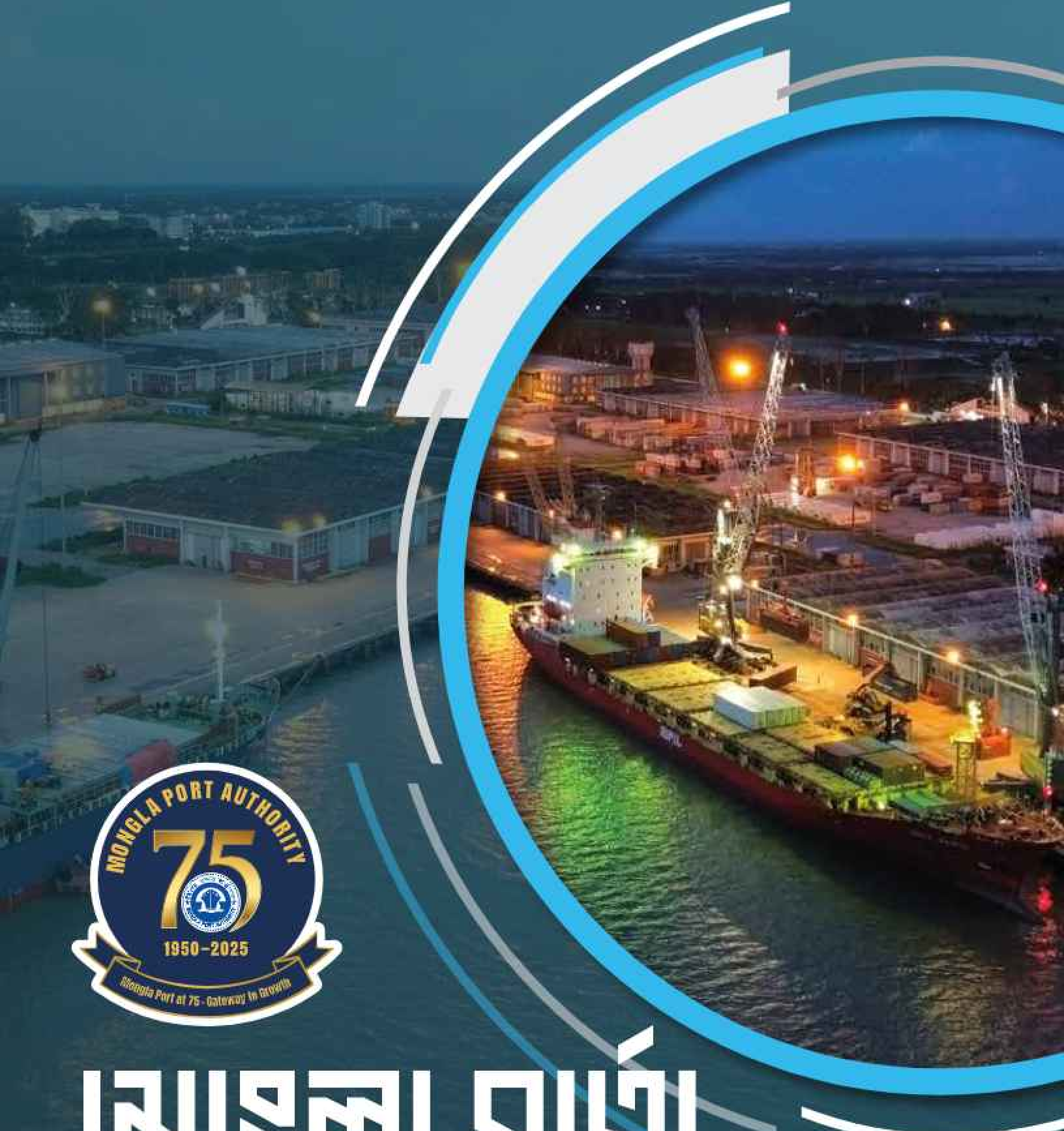

MONGLA PORT AUTHORITY
75
1950–2025
Mongla Port at 75 - Gateway to Growth

মোংলা বার্তা

ডিসেম্বর ২০২৫ । প্লাটিনাম জয়ন্তীর বিশেষ সংখ্যা

Delta LP GAS
লাল সবুজের প্রত্যয়

ডেলটা এলপি গ্যাস।

ISO 9001:2015 সনদ প্রাপ্ত

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য

MONGLA PORT AUTHORITY

75

1950–2025

Mongla Port at 75 - Gateway to Growth

ডিসেম্বর ২০২৫

মোংলা বার্তা
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর
৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্লাটিনাম জয়ন্তীর বিশেষ সংখ্যা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান, এনইউপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান, মবক

সার্বিক সহযোগিতায়
ড. এ. কে. এম. আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব
সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন), মবক

সম্পাদক
এস এম আফজালুল ইসলাম
লেঃ কমান্ডার, (জি), বিএন
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, মবক

প্রকাশনা পরিষদ
মো. মাহফুজুর রহমান
উপ-প্রধান অর্থ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মবক

মো. মাকরুজ্জামান
ঊর্ধ্বতন উপ-ব্যবস্থাপক, মবক

লে.কমান্ডার মো. নজরুল ইসলাম, (অবঃ)
ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা, মবক

মো. শাহীনুর ইসলাম
সহকারী ব্যবস্থাপক (কর্ম), মবক

মো. আল মামুন
উচ্চমান সহকারী, মবক

আলোকচিত্র
মো. দিদারুল ইসলাম
কে এম শাওন

বই নকশা ও প্রকাশনা
কারিকরি কারখানা
বাড়িঃ ১২৬, সড়কঃ ১৯, নির্জন আ/এ-২
নিরালা, খুলনা-৯১০০
ওয়েব সাইটঃ www.karikorikarkhana.com
ইমেইলঃ karikorikarkhana@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপঃ +88 01721 85 38 99

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
মোংলাবার্তা
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা-৯৩৫১, বাগেরহাট।
ফোনঃ +৮৮ ০২-৪৭৭৭ ৫৩৮০৩

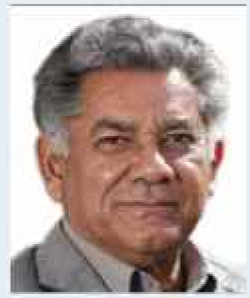

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের বাণী

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর হিসেবে মোংলা বন্দর জাতীয় অর্থনীতির গতিশীলতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বন্দর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্য, শিল্প, যোগাযোগ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের নৌপরিবহন খাতে দূরদর্শী পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে মোংলা বন্দর আজ এক আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের বন্দর হিসেবে পরিগনিত হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে মোংলা বন্দরের অবদান আগামী দিনে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে মোংলা বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বন্দর ব্যবহারকারী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। দেশের সামগ্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে মোংলা বন্দরকে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বন্দরে রূপান্তরের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি এবং 'প্লাটিনাম জয়ন্তী' উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের বাণী

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে বন্দরটি দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও উন্নয়নে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

১৯৫০ সালে যাত্রা শুরু করা মোংলা বন্দর আজ দেশের অন্যতম প্রধান সমুদ্রবন্দর হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে এই বন্দর অপরিসীম অবদান রেখে চলেছে। সরকারের যুগোপযোগী দিকনির্দেশনা, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বন্দর সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টায় মোংলা বন্দর আজ এক গতিশীল ও আধুনিক বন্দরে পরিণত হয়েছে।

দেশের সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মোংলা বন্দরের কর্মপরিধি ও সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বন্দর এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি সম্ভাবনাময় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান সরকার বন্দরের দক্ষতা, নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব পরিচালনার লক্ষ্যে বহুমাত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণ, জাহাজ আগমন-বহির্গমন প্রক্রিয়া দ্রুতকরণ, ড্রেজিং সক্ষমতা সম্প্রসারণ, নতুন জেটি নির্মাণ এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে মোংলা বন্দরের কর্মক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বন্দর ব্যবহারকারী, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা মোংলা বন্দরের সাফল্যের ভিত্তি।

৭৫ বছরের এই গৌরবময় যাত্রাপথে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাফল্য আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। আগামীর পথচলায় এই বন্দর হোক দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার আরও শক্তিশালী সহযাত্রী- এটাই আমার প্রত্যাশা।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্লাটিনাম জয়ন্তী সফল ও স্মরণীয় হোক- এই শুভকামনা রইল।

ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী, এনডিসি
সচিব

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের
চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি বন্দর পরিবারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বন্দর ব্যবহারকারী, শ্রমিক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর হিসেবে মোংলা বন্দর জাতীয় অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। ১৯৫০ সালে যাত্রা শুরু করে এই বন্দর আজ আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা ও কর্মদক্ষতার নতুন মানদণ্ডে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে মোংলা বন্দর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের দূরদর্শী নীতি, বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে কেন্দ্র করে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ মোংলা বন্দরের সম্ভাবনাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্প এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে মোংলা বন্দরের কার্যপরিধি ও গুরুত্ব নতুন দিগন্তে পৌঁছেছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের বলিষ্ঠ দিকনির্দেশনা সহায়তা এবং সম্মানিত সচিব মহোদয়ের সর্বাত্মক তদারকি ও সহযোগিতার ফলে মোংলা বন্দর আস্থা ও সাফল্যের সাথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

বন্দরের সক্ষমতা ও সেবার মান উন্নয়নে ইতোমধ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্দর আধুনিকীকরণ, স্বয়ংক্রিয় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, জাহাজ ও কার্গো হ্যান্ডলিং দক্ষতা বৃদ্ধি, ড্রেজিং কার্যক্রম জোরদার এবং টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে একে একটি স্মার্ট, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বন্দর রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। সম্ভাবনা ও অগ্রযাত্রার ৭৫ বছরের এ গৌরবময় অধ্যায়ে আমরা প্রত্যাশা করি- মোংলা বন্দর আগামীর সমুদ্রবাণিজ্যে বাংলাদেশকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

আমাদের লক্ষ্য শুধু বাণিজ্য পরিচালনা নয়- বরং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই রূপ দেয়া। এজন্য মোংলা বন্দরের প্রতিটি সদস্য আজ এক অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে- 'জাতীয় অগ্রযাত্রার অংশীদার হিসেবে মোংলা বন্দরের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন'। এ লক্ষ্যে ভৌগোলিক অবস্থান ও বিন্যাসিত ভূমিরূপ পরিকল্পনায় নিয়ে টেকসই উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সামুদ্রিক ও মিঠা পানির অপরিমেয় মৎস্যসম্পদ ও স্থানীয় ফল-ফসল আহরণ, সংরক্ষণ ও রপ্তানির নিবিড় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হিমাগার স্থাপনে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। রেলপথ ব্যবহারের উপযোগী পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য এমন আঙ্গিকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে যাতে আমদানি ও রপ্তানিতে মোংলা বন্দর ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এসব পদক্ষেপের ফলে বন্দরে জাহাজের আগমন, কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। একই সাথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিমিতি এবং সাশ্রয় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৭৫ বছরের এই গৌরবময় অগ্রযাত্রায় মোংলা বন্দরের সাফল্যের ইতিহাস গড়েছেন এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, অংশীদার ও সেবাগ্রহীতা সকলেই। আমি তাদের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও পেশাদারিত্বের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্লাটিনাম জয়ন্তী শুধু এক আনন্দের উপলক্ষ নয়- এটি ভবিষ্যতের নতুন অঙ্গীকার। আগামী দিনে মোংলা বন্দর হবে আঞ্চলিক বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু, আধুনিক লজিস্টিক হাব এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এক স্মার্ট সি-পোর্ট। এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

মোংলা বন্দরের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হোক নতুন সাফল্যের সূচনা, আগামীর পথচলার প্রেরণা।

রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান, এনইউপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

সম্পাদকীয়

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বন্দরের নিয়মিত প্রকাশনা "মোংলা বার্তা" প্রকাশিত হচ্ছে। "প্লাটিনাম জয়ন্তীর" এ শুভক্ষণে পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭৫ বছরের যাত্রা পথ অনেক বর্ণিল এবং একই সাথে ঘটনা বহুল। ১৯৫০ সালের জয়মনিরগোল এ্যাংকরেজ থেকে যাত্রা শুরুর পর গুটি গুটি পায়ে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে মোংলা বন্দর আজ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর।

প্রকাশনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়, এ প্রকাশনায় বন্দরের ৭৫ বছরের অভূতপূর্ব যাত্রা এবং ভবিষ্যতের অঙ্গীকারের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এই লক্ষে প্রথমেই ৭৫ বছর "প্লাটিনাম জয়ন্তী" উদ্‌যাপন এবং ভবিষ্যতের অঙ্গীকার সম্বলিত একটি মানসম্পন্ন লোগোর খোঁজ শুরু হয়। অবশেষে ত্রান কর্তা হিসেবে প্রধান পৃষ্ঠপোষক নিজেই ভাবনা (থিম), নকশা (ডিজাইন) এবং স্লোগান আমাদের হাতে তুলে দেন।

প্রকাশনাটিতে ৭৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী যাত্রা, বন্দরের বর্তমান সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা, সাম্প্রতিক সময়ের অর্জন, বন্দর সম্প্রসারনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ভবিষ্যতে চলার পথে আসন্ন চ্যালেঞ্জ সমূহ, সেই সকল চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার নিমিত্তে বন্দরের পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বন্দর ব্যবহারকারী, শ্রমিক ও শুভানুধ্যায়ীদের আকাঙ্খার প্রতিফলন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের মানবিক বিকাশকে চলমান এবং উদ্ভাবনি সত্তাকে জাগ্রত ও সচল রাখতে কর্মব্যস্ত দিনের ফাঁকে সৃজনশীল কর্মকান্ড অতিব প্রয়োজনীয়। এ লক্ষে বন্দরের সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্যদের সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করতে গান, কবিতা, কৌতুক, গল্প এমনকি হাতে আঁকা ছবিও স্থান করে দেয়া হয়েছে এই প্রকাশনায়। ছবিতে হাজারো গল্প লুকিয়ে থাকে। বন্দরের সকল বিভাগ, শাখা ও বিদ্যালয় সমূহের হাজারো কর্মকাণ্ডকে কিছু বর্ণিল ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে উক্ত প্রকাশনাটি প্রকাশের পথে যুক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বন্দর ব্যবহারকারী, বন্দরের উন্নয়নের পথে অংশীদার হিসেবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় পাঠক, আপনাদের জন্য প্রকাশিত এই প্রকাশনাটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে এবং আপনারা এটিকে সংগ্রহে রাখার মত মূল্যবান মনে করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থকতা পাবে। ভবিষ্যৎ প্রকাশনা সমূহ আরো সমৃদ্ধ, অর্থবহ এবং বস্তুনিষ্ঠ করতে আপনাদের যেকোনো পরামর্শ ও মতামতের জন্য সম্পাদক ও তার দল ফোন, ই-মেইল বা মেসেজের অপেক্ষায় থাকবে।

প্লাটিনাম জয়ন্তীর শুভেচ্ছার সাথে আগামীর পথ চলা সাফল্যমণ্ডিত করতে আপনাদের পাশে পাবার প্রত্যাশা রইল।

শুভেচ্ছান্তে
সম্পাদক

সূচিপত্র

০৮ পঁচাত্তরে মোংলা বন্দর

১৫ অর্জনের ২০২৪-২৫

২৩ সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড: বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রগর্ভে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের রত্নভান্ডার
কমান্ডার রাসেল আহমেদ খান

২৮ SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MONGLA PORT
MD. NIAMUR RAHMAN

৩৫ বন্দর অগ্রযাত্রায় নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
অনুপ চক্রবর্তী

৩৮ সাম্প্রতিক সময়ে জ্বর এবং তার প্রতিকার
ডাঃ মোঃ শামীম রেজা

৪০ সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর ও মোংলা বন্দর: বাংলাদেশের দক্ষিণের জীবনীশক্তি
হাফিজুর রহমান

৪৩ ৭৫তম বন্দর দিবসে মোংলা বন্দর: সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর ও নীল অর্থনীতির নবযাত্রা
মোঃ আল মামুন

৪৫ কবিতা, আঁকা, গল্প ও কৌতুক সংকলন

৫০ আলোকচিত্রে বন্দর সমাচার

পঁচাত্তরে মোংলা বন্দর

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মোংলা বন্দর। মোংলাস্থ সদর দপ্তর, স্থায়ী বন্দর, পুরাতন মোংলা, হিরণপয়েন্ট, ফয়লা এলাকা এবং খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটি পর্যন্ত এ বন্দরের কার্যপরিধি বিস্তৃত। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং ঢাকা এলাকা এ বন্দরের পশ্চাৎভূমির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পিডি-৪(৪৮)/৫০/১ গেজেট নোটিফিকেশন জারীর মাধ্যমে ১ ডিসেম্বর 'চালনা পোর্ট' নামে এ বন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একই বছরে ১১ ই ডিসেম্বর তারিখে পশুর নদীর জয়মনিরগোল নামক স্থানে "দি সিটি অফ লিয়নস্" জাহাজ নোঙরের মাধ্যমে এ বন্দরের অপারেশন যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫১ সালের ১৭ই মার্চ জয়মনিরগোল হতে ২২ কিলোমিটার উত্তরে চালনা নামক স্থানে জাহাজের এ্যাংকোরেজ হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা জরীপ কার্য সম্পাদনের পর খুলনা মেট্রোপলিটন শহর হতে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণে পশুর নদীর পূর্ব তীরে মোংলা নালা ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থলে বন্দরটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৭ সালের মে মাস পর্যন্ত পোর্ট এ্যাক্ট ১৯০৮ অনুযায়ী এটা ডাইরেক্টরেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। পরে চালনা পোর্ট অর্ডিন্যান্স নং-৫৩, ১৯৭৬ বলে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে 'চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ' হিসেবে নামকরণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের পোর্ট অব চালনা অথরিটি এ্যাক্ট অনুসারে প্রথমে 'চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ' এবং পরবর্তীতে 'মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

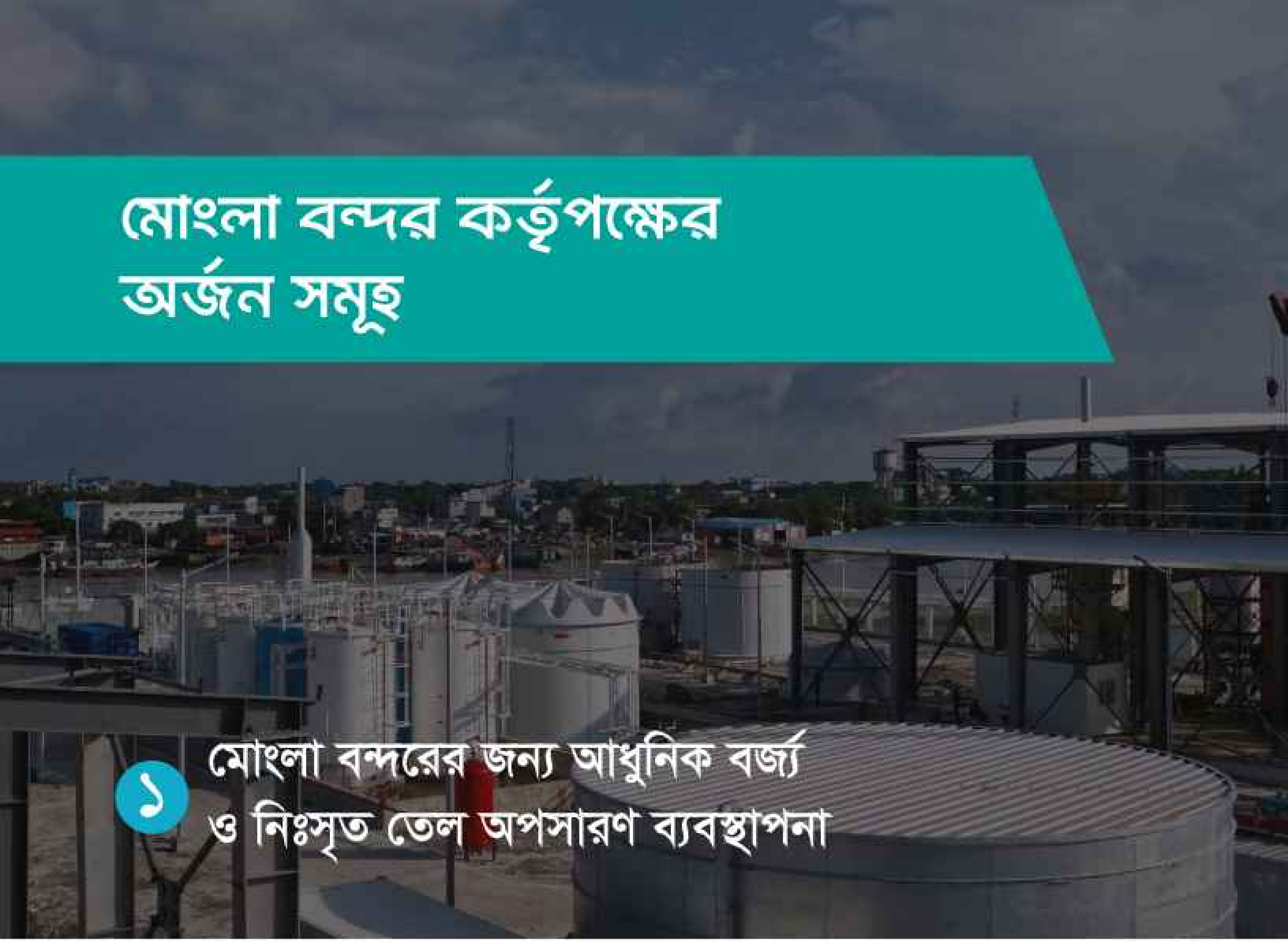

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্জন সমূহ

১ মোংলা বন্দরের জন্য আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা

বন্দর এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলযান এবং শিল্পকারখানা হতে সকল ধরনের বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ''মোংলা বন্দরের জন্য আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক প্রকল্পটি ৫১১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটির অধীনে অয়েল স্পিল ক্লিনআপ ভেসেল, বর্জ্য সংগ্রহকারী ভেসেল সংগ্রহ, পোর্ট রিসিপশন ক্যাসিপিটিজ স্থাপন, সেল্ফ প্রপেল্ড বার্জ, সার্ভিস টাগ বোট, মুরিং গিয়ারসহ পন্টুন এবং ডাম্প বার্জ সংগ্রহ, সীমানা প্রাচীর এবং ইয়ার্ড নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত জুন ২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে MARPOL কনভেনশনের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালন, জাহাজের বর্জ্য সমুদ্রে এবং নদীতে নিক্ষেপ রোধ করা, সামুদ্রিক পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষা করা, মোংলা বন্দরে আগত সমুদ্রগামী জাহাজের বর্জ্য দূষণ থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করা,পশুর চ্যানেল ও মোংলা বন্দরের আশেপাশের নদ-নদীসমূহ নিঃসৃত তেল হতে দূষণ মুক্ত রাখা সম্ভব হবে।

ডাম্প বার্জ

তেল অপসারণকারী ভেসেল

২ মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন

আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ মোংলা বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪০৬৮.২২৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবিঃ ৪৭৫.৩২৯৭ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণঃ ৩৫৯২.৮৯৭৫ কোটি টাকা (জিটুজি চায়না) জানুয়ারি ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে ২টি কন্টেইনার জেটি (৩৬৮ মিটার দৈর্ঘ্য) নির্মাণ, ৮৭৬০০ বর্গমিটার লোড কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ, ৩৪১৭০ বর্গমিটার খালি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ, ৪২৬০ বর্গমিটার বিপজ্জনক কার্গো হ্যান্ডলিং ইয়ার্ড নির্মাণ, ৪টি গ্যান্ট্রি ক্রেন, ৭টি আরটিজিসহ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর জন্য মোট ৪৪টি বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ৪.০০ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এতে করে বন্দরের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট, স্টিভেডরিং এবং শ্রমিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তথ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও দীর্ঘ সময় পর অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ প্রকল্পটি একনেকে পুনঃউপস্থাপনের নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু তৎপরবর্তীতে প্রকল্পটি একনেকে উপস্থাপনের কোন দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন মহোদয় নৌপম এর উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করেন। তিনি প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। উপদেষ্টা মহোদয়ের দিক নির্দেশনার ফলে প্রকল্পটির ব্যয় ২১৪.২৮ কোটি টাকা কমানো সম্ভব হয়েছে যা প্রকল্প ব্যয়ের ৫.০১%।

৩ মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ

সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করার লক্ষ্যে ''মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পটি ৯৩৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটির অধীনে ২টি টাগবোট, ১টি বয়া লেইং ভেসেল, ১টি সার্চ রেসকিউ ভেসেল, ১টি পাইলট মাদার ভেসেল এবং ১টি সার্ভে এন্ড রিসার্চ ভেসেল সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৮০.২১%। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

৪ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পিকনিক কর্ণার আধুনিকায়ন

''মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পিকনিক কর্ণার আধুনিকায়ন'' কাজটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় নৌপরিবহন উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক হাতে নেওয়া হয়েছে, যা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মোংলা বন্দরের সৌন্দর্য্যবর্ধন ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখবে এই পিকনিক কর্ণার। প্রকৃতির নান্দনিকতা বজায় রেখে ছায়াবেষ্টিত গাছপালার মাঝেই গড়ে উঠছে কর্তৃপক্ষের এই পিকনিক কর্ণার।

সুপ্রশস্থ এ্যাপ্রোচ রোডের মাধ্যমে খুলনা-মোংলা প্রধান সড়ক থেকে পিকনিক কর্ণারে ঢোকার পথেই রয়েছে পুরো এলাকা জুড়ে দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে, যার মাধ্যমে পথচারীরা সহজেই পুরো পিকনিক কর্ণার ঘুরে দেখতে পারবেন। এছাড়া রয়েছে মাটির তৈরি কৃত্রিম টিলা, যার ওপরে উঠে পুরো এলাকার সৌন্দর্য্য এক নজরে অবলোকন করার পাশাপাশি টিলার গোড়ায় নির্মিত বেদিতে বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

এছাড়া, এখানে রয়েছে একটি সুপ্রশস্ত রান্নাঘর, যেখানে আগত দর্শনার্থীরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রান্নার আয়োজনের পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পিকনিক কর্ণারের মাঝ বরাবর স্থাপন করা হচ্ছে গোল চত্বর সদৃশ কাঠামো। তাছাড়া তিন পাশে রয়েছে তিনটি ছাতা, যেখানে বসেও দর্শনার্থীরা বিশ্রাম নেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের সৌন্দর্য্য অবলোকন করতে পারবেন।

মহিলা ও শিশু দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে তিনটি আলাদা জায়গায় মোট ছয়টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, বর্ষা মৌসুমে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের কথা মাথায় রেখে পুরো এলাকা জুড়ে নির্মাণ করা হয়েছে পাকা ড্রেন। পাশাপাশি সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দৃষ্টিনন্দন ফুল বাগান করার পরিকল্পনা রয়েছে যার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের আরও আনন্দের খোরাক যোগাবে।

সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য ওয়াকওয়ের পাশাপশি সিসি ব্লক দ্বারা দৃষ্টি নন্দন রাস্তা নির্মাণ এবং সবুজ ঘাস লাগানো হবে। ভবিষ্যতে দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে এই পিকনিক কর্ণার, যা বন্দরের সুনাম ও লোক সমাগম বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্টাফিং ও আনস্টাফিং শেডের উপর ৬০০ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল স্থাপন

৫ অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রমের তথ্যাদি ছবিসহ

মোংলা বন্দর চ্যানেলে লাইটেড বয়া, মুরিং বয়া ও রোটেটিং বীকন স্থাপন

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর হাসপাতাল কর্তৃক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও রক্তদান কর্মসুচী পালন

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

অর্জনের ২০২৪-২৫

মোংলা বন্দর খুলনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ বন্দর ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দ য়িত্বভার গ্রহণের পর বন্দরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব সহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে মোংলা বন্দর পরিদর্শন করে বন্দর উন্নয়ন ও মোংলা বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তাদের সময়োপযোগী পরামর্শে মোংলা বন্দরে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

সরকার ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালনের পাশাপাশি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বন্দর পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বন্দরের স্টেক হোল্ডার, শিপিং এজেন্টস, সি এন্ড এফ এজেন্ট স্টিভেডরসহ সব ধরনের বন্দর ব্যবসায়ী ও বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করে চলেছেন। এছাড়াও বন্দরের জাহাজ আগমন বৃদ্ধির লক্ষ্যে Internal Business Development Standing Committee গঠন করেন, এর ফলশ্রুতিতে জাহাজ আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধির ও কাজে গতিশীলতা আনয়নে তাদের সাথে নিয়মিত সভা করার মাধ্যমে বন্দর উন্নয়ন ও পরিকল্পনাকে বাস্তব করে চলেছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোংলা বন্দরের অর্জনসমূহ

রাজস্ব আয়

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৩৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা, এ অর্থবছরে বন্দরে ৩৪৩৩৩.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয়ের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯৪৬ লক্ষ টাকা এবং ২.৮৩% বেশি রাজস্ব আয় করেছে। এছাড়াও, বন্দরের নীট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০ কোটি ৪৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বন্দরে ৬২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা অর্জনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, শতাংশের দিক থেকে ২০৩.৪৯% বেশি।

জাহাজ আগমন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাহাজ আগমনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০০টি, এ অর্থবছরে বন্দরে ৮৩০ টি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ আগমনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০ টি এবং ৩.৭৫% বেশি জাহাজ আগমন করে।

কার্গো হ্যান্ডলিং

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কার্গো হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৮.৮০ লক্ষ মেঃ টন, এ অর্থবছরে বন্দরে ১০৪.১২ লক্ষ মেঃ টন কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫.৩২ লক্ষ মেঃ টন এবং ১৭.২৫% বেশি কার্গো হ্যান্ডলিং করা হয়।

কন্টেইনার হ্যান্ডলিং

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০০০ টিইইউজ, এ অর্থবছরে বন্দরে ২১৪৫৬ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪৫৬ টিইইউজ এবং ৭.২৮% বেশি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করে।

উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে ১১৫৭৯ ইউনিট রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানি হয়েছে।

বন্দরের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসমূহ

০১ মোংলা বন্দরে জাহাজ জট নেই, কন্টেইনার খালাসের ক্ষেত্রে টার্ন এরাউন্ড টাইম ১.৬৬/৪০ ঘণ্টা এবং এভারেজ অন্যান্য ক্ষেত্রে টার্ন এরাউন্ড টাইম ৩.৩৭/৭৮ ঘণ্টা।

০২ গাড়ি আমদানিকারকদের জন্য বিশেষ সুবিধাদি বিদ্যমান।

০৩ পর্যাপ্ত কন্টেইনার রাখার জন্য ০৭ টি কন্টেইনার ইয়ার্ড রয়েছে।

০৪ টাগ বোট, পাইলট বোট, মুরিং বোট, পাইলট ডেসপাস বোট, সার্ভে বোট, ড্রেজার ইউনিট ইত্যাদিসহ মবক এর ৩৮ টি সহায়ক জলযান রয়েছে।

০৫ বন্দরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আইএসপিএস কোড যথাযথ অনুসরণ করা হয়।

০৬ বিদেশি জাহাজ আগমন ও নির্গমনের সময় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কোস্টগার্ডের নিয়মিত টহল বিদ্যমান।

০৭ এ বন্দর থেকে নিরাপদে, কম খরচে সড়ক ও নৌপথে সহজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মালামাল পরিবহণের সুবিধা রয়েছে।

০৮ বন্দর জেটির সম্মুখে ৮.৫ মিটার ড্রাফ্‌ট এর জাহাজ বার্থিং এর সুবিধা রয়েছে।

০৯ দীর্ঘ ১৪৪ কিলোমিটার বন্দর চ্যানেলে লাইটেড বয়া ও লাইট টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে দিবারাত্রি নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নেভিগেশনাল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে

১০ বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য ৪৯ টি বিভিন্ন পয়েন্টে বার্দিং সুবিধা রয়েছে।

১১ কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ১৩৪ টি আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে।

১২ খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটিতে নিরাপদে মালামাল সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং সুবিধাদি বিদ্যমান।

১৩ মোংলা বন্দরে জেটি এলাকায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস সুবিধা রয়েছে, সেখানে একই সাথে পারমিশন প্রদান, বিল পরিশোধ, ইনডেন্ট, ইকুইপমেন্ট বুকিং এবং ট্যারিফ পরিশোধের সুবিধা রয়েছে।

জেটি/গুদাম/ইয়ার্ড সুবিধাদি নিম্নরূপ

জেটি	৫ টি	প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১৮২ মিটার
ট্রানজিট শেড	৪ টি	৩০,০০০ মেঃটন (আয়তন ৪৯০৫×৪=১৯,৬২০ বর্গমিটার)
স্টাফিং ও আনস্টাফিং শেড	১ টি	আয়তন ৪,৭৪৩ বর্গমিটার (প্রায়)
ওয়্যারহাউজ	২ টি	৩০,০০০ মেঃটন (আয়তন ৯,৮৬০×২=১৯,৭২০ বর্গমিটার)
রেফার প্লাগ পয়েন্ট	১৬২ টি	১৬২ টি রেফার কন্টেইনার এক সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া যায়।
কন্টেইনার ইয়ার্ড	৭ টি	আয়তন=৬৮,৬৬৭ বর্গমিটার প্রায়। ৬,০০০ (টিইইউজ) কন্টেইনার রাখা যায় (দুই উচ্চতায়)।
কার ইয়ার্ড	২ টি	প্রায় ২,০০০ ইউনিট গাড়ি সংরক্ষণ করা যায়।

বর্তমানে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে প্রধান আমদানিকৃত পণ্যসমূহ

খাদ্য শস্য, সার, গাড়ি, এলপি গ্যাস, স্লাগ, লাইম স্টোন, সয়াবিন তেল, ভোজ্য তেল, জ্বালানী তেল, ফ্রেশফ্রুটস, সাধারণ পণ্য, জিপসাম, মেশিনারি যন্ত্রপাতি, কাঠের লগ, কয়লা, পাথর, ক্লিংকার, পামওয়েল, ফুড ওয়েস, ফ্লাই এ্যাস, আয়রন, অয়েল সীড, স্টিল, পাইপ, চিটাগুড় ইত্যাদি

বর্তমানে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহ

গার্মেন্টস পণ্য,
পাট, পাটজাত পণ্য,
চিংড়ি, সাদা মাছ, শুকনা মাছ,
ক্লে, কাঁকড়া, মেশিনারি,
কটনইয়ার্ন, হিমায়িত খাদ্য,
সাধারণ পণ্য ইত্যাদি।

সম্প্রতি সমাপ্ত প্রকল্প

মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বন্দর এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন জলযান এবং শিল্পকারখানা হতে সকল ধরনের বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে MARPOL কনভেনশনের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালন হবে; জাহাজের বর্জ্য সমুদ্রে এবং নদীতে নিক্ষেপ রোধ করা হবে; সামুদ্রিক পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষা করা হবে; মোংলা বন্দরে আগত সমুদ্রগামী জাহাজের বর্জ্য দূষণ থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করা হবে; পশুর চ্যানেল ও মোংলা বন্দরের আশেপাশের নদ নদীসমূহ নিঃসৃত তেল হতে দূষণ মুক্ত রাখা হবে।

প্রকল্পটি জুন ২০২৫ এ সমাপ্ত হয়েছে

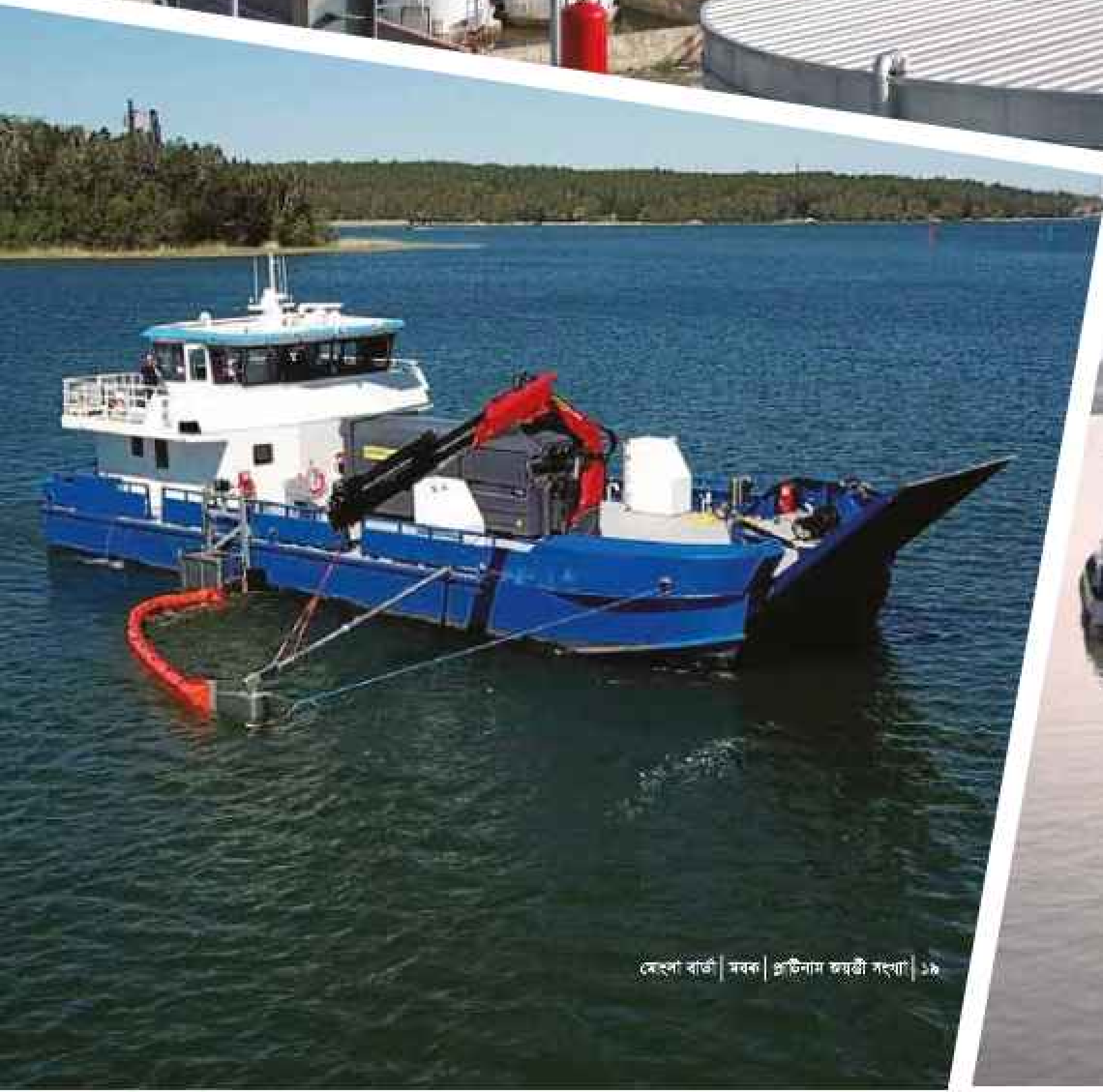

চলমান প্রকল্প

০১

মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

০২

পশুর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিংঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ইনার বার এ চ্যানেলের নাব্যতা ৮.৫ মি সিডি অর্জন করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরে জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হবে। এতে বন্দররে সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

০৩

আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্টঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ১.৫০ কোটি টন কার্গো, ৩.৫০-৪.০০ লক্ষ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এতে করে বন্দরে কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট, স্টিভেডরিং এবং শ্রমিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

০৪

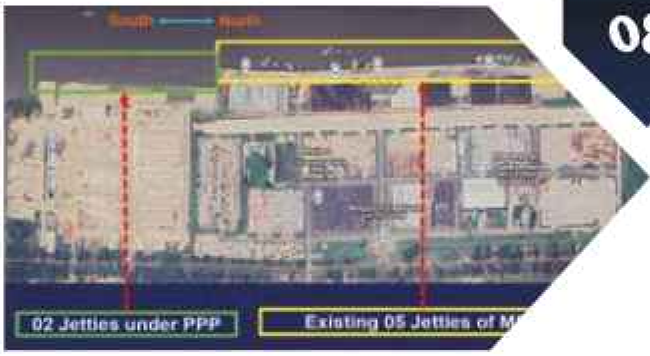

মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণঃ

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ২ লক্ষ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এতে করে বন্দরের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট, স্টিভেডরিং এবং শ্রমিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সম্প্রতি অনুমোদন প্রাপ্ত প্রকল্প

০১

মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ মোংলা বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ৪.০০ লক্ষ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এতে করে বন্দরের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, সিএন্ডএফ এজেন্ট, স্টিভেডরিং এবং শ্রমিক শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

০২

মোংলা বন্দর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য পারফরমেন্স বেজড সংরক্ষণ ড্রেজিং এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ করা।

প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে বছরে জেটি পর্যন্ত ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের অতিরিক্ত ১০০ টির অধিক জাহাজ এবং জেটি হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ১৩০ টির অতিরিক্ত জাহাজ হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প

০১

মোংলা বন্দরের জন্য একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার ও ২টি কাটার সাকশান ড্রেজার সংগ্রহ।

০২

পশুর চ্যানেলে নদী শাসন এর জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।

০৩

মোংলা বন্দরের জন্য ২টি মুরিং বোট সংগ্রহ।

মোংলা বন্দরে বর্তমানে বার্ষিক সক্ষমতা

- বার্ষিক জাহাজ হ্যান্ডলিং: ১,৫০০ টি
- বার্ষিক কার্গো হ্যান্ডলিং: ১.৫ কোটি মেট্রিক টন
- বার্ষিক কন্টেইনার হ্যান্ডলিং: ১ লক্ষ টিইইউজ
- বার্ষিক গাড়ি হ্যান্ডলিং: ২০,০০০ টি

মোংলা বন্দরের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- ক্যাপিটাল এবং সংরক্ষণ ড্রেজিং এর মাধ্যমে ১৪৪ কিলোমিটার চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।
- নিরাপদ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব চ্যানেল নিশ্চিতকরণ।
- বিদ্যমান জলযান এবং ইকুইপমেন্ট মেরামত সুবিধা সৃষ্টি করা।
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যত চাহিদা পূরণের জন্য বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- পুরাতন সহায়ক জলযান প্রতিস্থাপন এবং নতুন জলযান সংগ্রহ।
- দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবল সৃষ্টি করা।

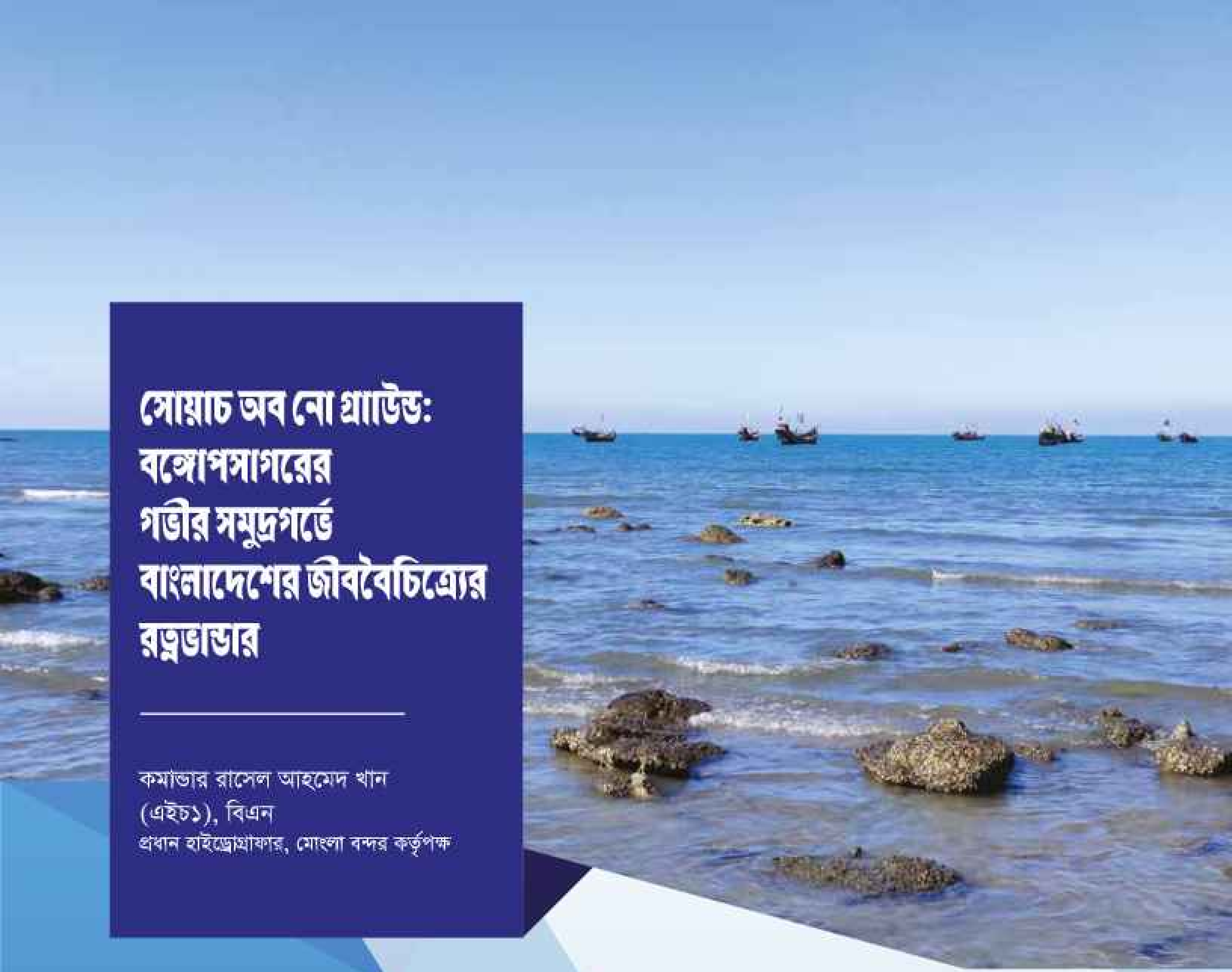

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড: বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রগর্ভে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের রত্নভান্ডার

কমান্ডার রাসেল আহমেদ খান
(এইচ১), বিএন
প্রধান হাইড্রোগ্রাফার, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উপকূলীয় সমুদ্রসীমায় অবস্থিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (Swatch of No Ground) দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য অঞ্চল ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা। এটি বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত একটি গভীর সাবমেরিন ক্যানিয়ন, যা দেশের প্রথম ঘোষিত মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া (Marine Protected Area - MPA) হিসেবে পরিচিত। এই নিবন্ধে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের ভূতাত্ত্বিক গঠন, পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, জীববৈচিত্র্যের অবস্থা, সংরক্ষণ উদ্যোগ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার নীতিগত দিক সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিবিধ গবেষণামূলক নিবন্ধ ও প্রকাশনায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এ অঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরের পুষ্টি ও কার্বন চক্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, একই সঙ্গে দেশের মৎস্যসম্পদ ও সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে বহুলাংশে শক্তিশালী করছে। তবে অতিরিক্ত মৎস আহরণ, সামুদ্রিক দূষণ ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের ঝুঁকি এর পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। ফলত, বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিনির্ধারণ ও কার্যকর সংরক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণ এই সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষার জন্য অপরিহার্য। টেকসই ব্যবস্থাপনা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে এই গভীর সমুদ্র অঞ্চল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

কী-ওয়ার্ড

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড, মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, জীববৈচিত্র্য, বঙ্গোপসাগর, সুনীল অর্থনীতি, টেকসই ব্যবস্থাপনা।

# ১।	ভূমিকা।

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ ও অর্থনীতির প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। এর মধ্যে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভূ-প্রাকৃতিক গঠন, যা দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্রগর্ভ উপত্যকা বা submarine canyon হিসেবে স্বীকৃত। এটি সমুদ্র উপকূল থেকে আনুমানিক ৭০-১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত, যার গড় গভীরতা প্রায় ১,২০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলটি প্রাকৃতিকভাবে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য আশ্রয়স্থল এবং বাংলাদেশের সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত।

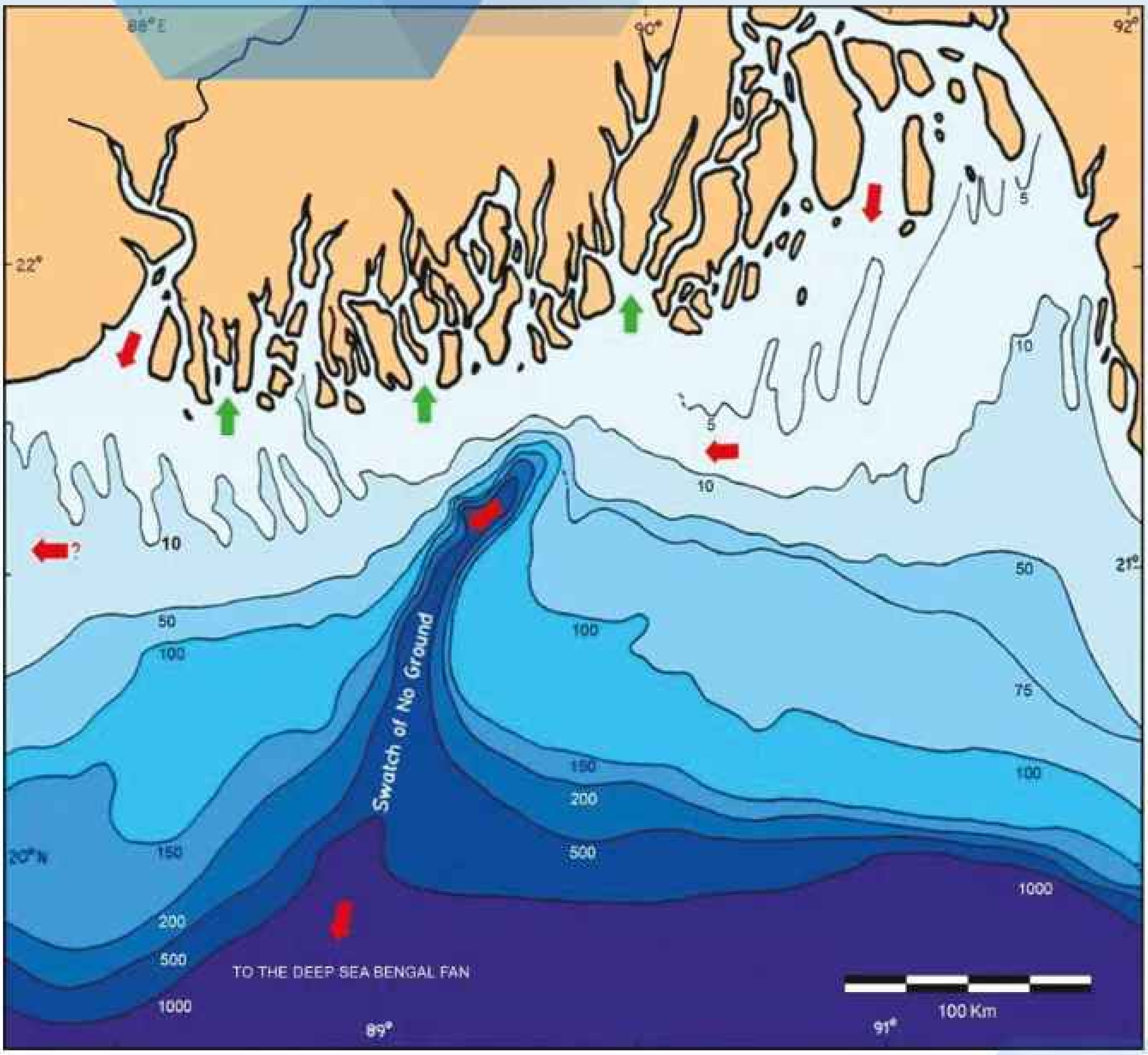

চিত্র: সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (সুত্র- www.researchgate.net)

# ২।	ভূতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য।

"সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড" নামটির উৎপত্তি ঔপনিবেশিক যুগে, যখন ব্রিটিশ নাবিকরা সমুদ্রের তলদেশ মাপার সময় এখানে গভীরতা নির্ণয়ে ব্যর্থ হন এবং একে "no ground found" হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভূতাত্ত্বিকভাবে এটি গঠিত হয়েছে নদী থেকে আগত পলি ও বিবিধ সেডিমেন্ট প্রবাহের কারণে, যা সাগরের তলদেশে গভীর খাদ বা submarine canyon তৈরি করেছে। এই এলাকার সমুদ্রস্রোত, লবণাক্ততা, সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রার পার্থক্য ও বিবিধ সামুদ্রিক উপাদানের উপস্থিতি একে একটি উৎপাদনশীল সামুদ্রিক ইকোসিস্টেমে পরিণত করেছে।

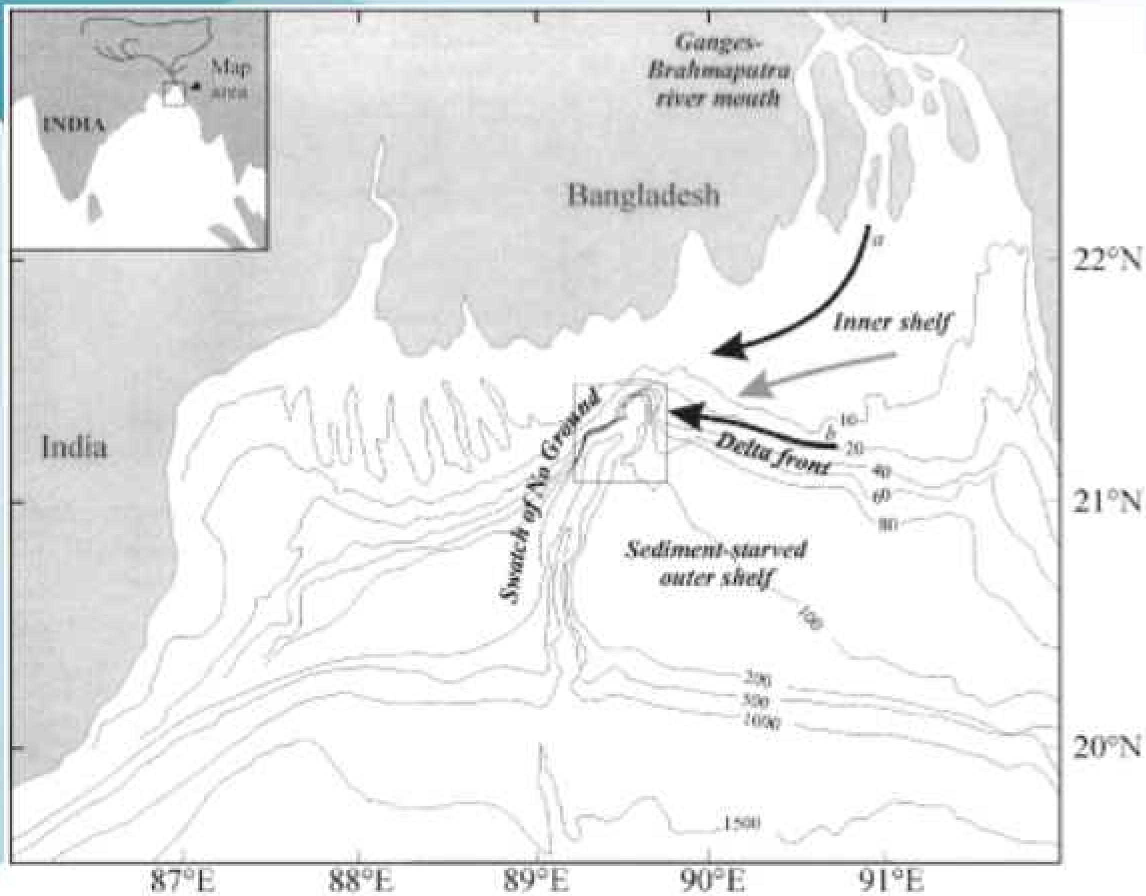

চিত্র: সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে পলি ও সেডিমেন্ট প্রবাহ (সূত্র- www.sciencedirect.com)

৩। জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশগত গুরুত্ব।

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এখানে নিয়মিত দেখা যায় Bryde's Whale, Spinner Dolphin, Hammerhead Shark, Tuna, Mackerel, Marine Turtle প্রজাতির উপস্থিতি *(IUCN Bangladesh, 2016)*। এলাকাটি বিবিধ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের প্রজনন ও খাদ্য আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে, যা বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ ও সামুদ্রিক খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি ভূমিকা রাখে। এই গভীর সমুদ্রগর্ভ অঞ্চলে সমুদ্রের পুষ্টি উপাদান উপরের স্তরে উঠে আসে (upwelling), যা মাছ ও প্ল্যাঙ্কটনের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এছাড়া এটি কার্বন সংরক্ষণ, অক্সিজেন উৎপাদন এবং সামুদ্রিক খাদ্য শৃঙ্খল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৪। সংরক্ষণ ও নীতিগত পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডকে দেশের প্রথম Marine Protected Area (MPA) হিসেবে ঘোষণা করে (DoE, 2015)। এর মাধ্যমে প্রধানতম লক্ষ্যসমূহ হলো:

- ক। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
- খ। অবৈধ ও অতিরিক্ত মাছ ধরা নিয়ন্ত্রণ।
- গ। টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
- ঘ। পরিবেশগত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ জোরদার করা।
- ঙ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ডেটা সংগ্রহ বৃদ্ধি।

চিত্র: সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য (সূত্র- www.thedailystar.net)

বাংলাদেশ মেরিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BMRI) ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে এই অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ ও ডেটা সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার (BORI, FAO, IUCN ইত্যাদি) সহায়তায় এই অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। তবে, কার্যকর ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত বাজেট এবং সমন্বিত নীতিনির্ধারণ প্রয়োগের মাধ্যমে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ ও টেকসই করা সম্ভব।

৫। চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি।

যদিও এটি একটি সংরক্ষিত এলাকা, তবুও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড হুমকির বাইরে নয়। এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হলো:

ক। অতিরিক্ত মাছ ধরা ও অনিয়ন্ত্রিত ট্রলার কার্যক্রম।
খ। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ঝুঁকি।
গ। সামুদ্রিক দূষণ (Plastic ও Chemical waste)।
ঘ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

এই হুমকিগুলো শুধু সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিই করছে না, বরং সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের পরিবেশগত ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্যের স্থায়িত্বকে বিপন্ন করছে, যা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা ও প্রতিবেশ ভারসাম্যও ব্যাহত করছে।

৬। উপসংহার।

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড বাংলাদেশের সামুদ্রিক পরিবেশ ও অর্থনীতির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এটি শুধুমাত্র একটি প্রাকৃতিক বিস্ময় নয়, বরং এই অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একইসাথে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড বাংলাদেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই অঞ্চলকে রক্ষা করতে হলে গবেষণাভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বঙ্গোপসাগরের এই গভীর সমুদ্রজগতকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের আজ থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র।

১। *Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI). (2022).* Marine ecosystem and biodiversity status of the Bay of Bengal. *Cox's Bazar, Bangladesh: BORI Publication Series.*

২। *Chowdhury, M. R., Rahman, S. M., & Hossain, M. A. (2020).* Oceanographic and geophysical characteristics of the Swatch of No Ground Canyon, Bay of Bengal. Bangladesh Journal of Marine Science, *12(1), 1-10.*

৩। *Department of Environment (DoE). (2015).* Swatch of No Ground Marine Protected Area Management Plan. *Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh.*

৪। *FAO. (2021).* Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project Report: Bangladesh Component. *Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.*

৫। *Islam, M. S., & Hossain, M. A. (2018).* Marine biodiversity and fisheries resources of the Bay of Bengal. Journal of Marine Science and Environment, *7(2), 45-60.*

৬। *IUCN Bangladesh. (2016).* The protected areas of Bangladesh: A guide to their wildlife, habitats and management. *Dhaka: IUCN Bangladesh Country Office.*

৭। *Rahman, M. A., & Haque, M. E. (2023).* Blue economy and marine conservation challenges in Bangladesh. Bangladesh Development Studies, *49(3), 67-85.*

৮। বিবিধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৈনিক পত্রিকা ও বিশেষ সাময়িকীতে প্রকাশিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড সম্পর্কিত নিবন্ধসমূহ হতে সংগৃহীত তথ্যাদি।

কমান্ডার রাসেল আহমেদ খান
(এইচ১), বিএন

কমান্ডার রাসেল আহমেদ খান ০৮ জানুয়ারি ২০০৫ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন এবং সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে ০১ ডিসেম্বর ২০০৬ নির্বাহী শাখার কমিশনপ্রাপ্ত হন।

তিনি ২০১৩ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক স্কুল থেকে বেসিক হাইড্রোগ্রাফি (ক্যাটাগরি 'বি') কোর্সে সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করে "আউটস্ট্যান্ডিং" গ্রেড লাভ করেন। পরবর্তীতে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত অ্যাডভান্সড হাইড্রোগ্রাফি (ক্যাটাগরি 'এ') কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেন এবং ENSTA Bretagne, France থেকে হাইড্রোগ্রাফিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

কমান্ডার রাসেল তার পেশাগত জীবনে নৌবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা নৌ অঞ্চলে স্টাফ অফিসার (অপারেশন্স) ও স্টাফ অফিসার (ইন্টেলিজেন্স) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ২০১৪-১৫ সালে তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (MONUSCO) এ মিলিটারি স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক স্কুলে অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি নৌবাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি ও জাহাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং চারটি জাহাজের অধিনায়ক হিসেবে (তিনটি হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ সহ) সফলভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। বর্তমানে কমান্ডার রাসেল মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে প্রধান হাইড্রোগ্রাফার হিসেবে প্রেষণে কর্মরত রয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই পুত্রসন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি বিভিন্ন জার্নাল ও প্রকাশনা পাঠ করতে ভালোবাসেন এবং টেনিস খেলায় আগ্রহী।

Sustainable Development of Mongla Port

Existing Problems and Possible Solutions

MD. NIAMUR RAHMAN
Senior Accounts Officer
Finance & Accounts Department
IC No: 3139

Mongla Sea Port is the second-largest seaport in Bangladesh. The port is well-known as the gateway to the southern region and the economic heart of the country's southwestern region. It is situated in Mongla Upazila of Bagerhat district, at the confluence of the Pasur River and the Mongla Nala. It's approximately 71 Nautical miles upstream of the Bay of Bengal. It is located at Lat 22°29'20" N Long 89°35'43" E in the Bay of Bengal. The Port is well protected by the largest mangrove forest Sunderbans, which has been declared as "World Heritage" in 1977 by UNESCO.

Import and export activities at Mongla Port commenced with the anchoring of the British merchant ship "City of Lions" on December 1, 1950. **The port will celebrate its 75th anniversary on December 1, 2025.**

British merchant ship city of Lyons, anchored at Joymonirghol on 11-12-1950
(Image source: Department of Oceanography, University of Dhaka, 2025)

Although Mongla Sea Port is the second-largest port, it plays a crucial role in the country's import and export trade. Due to several competitive advantages, businesses are showing a rapidly increasing interest in using Mongla Port.

These advantages include:

- Lower tariff rates compared to other ports.
- Shorter distance from the capital, Dhaka.
- Zero vessel congestion.
- 24/7 loading and unloading facilities.
- Various types of modern equipment.
- Advanced security system.
- Cost-effectiveness in import and export operations.

Given its geographical location, the port has immense potential to play a vital role in boosting regional connectivity. Over the last seven fiscal years (FY 2018-19 to FY 2024-25), Mongla Port has generated a total revenue of BDT 2,330.89 crore. The port has contributed BDT 569.02 crore to the government treasury during the seven fiscal years (FY 2018-19 to FY 2024-25) period from collected source VAT, income tax, non-tax revenue, and corporate tax. Furthermore, BDT 410.00 crore has already been deposited into the government treasury from the port's surplus funds to assist during national crises and contribute to the country's overall development. In addition, Mongla Customs, from the goods arriving at the port, collected BDT 27,164.86 crore in revenue from FY 2017-28 to FY 2023-24.

The Mongla Export Processing Zone (EPZ) and more than 20 private industrial enterprises are situated within or adjacent to the Mongla Port boundary. These establishments generate crores of Taka in annual revenue for the government while creating widespread employment in the region.Centered around Mongla Port, new industries are emerging in the southern region. This development is expected to enable the government to collect more revenue and create thousands of new job opportunities. The port has also been instrumental in importing materials for the country's mega-projects. Therefore, Mongla Port is seen to be playing a significant role not just in the development of the southwestern region but also in the overall economic and infrastructural development of the nation.

Mongla Port's annual handling capacities are:

Vessel Handling	Container Handling	Cargo Handling	Car Handling
1,500 vessels.	100,000 TEUs (Twenty-foot Equivalent Units).	1.5 crore metric tons.	20,000 units.

In the last fiscal year (FY 2024-25), the port achieved the following handling statistics:

Vessel Handling	Container Handling	Cargo Handling	Car Handling
830 vessels.	21,456 TEUs (Twenty-foot Equivalent Units).	1.04 crore metric tons.	11,579 units.

An analysis of this data indicates that Mongla Port utilized only 55% to 60% of its annual capacity in FY 2024-25. The inability to utilize 100% of the port's current capacity is a significant constraint to the port's sustainable development. To ensure the sustainable development of Mongla Port, it is essential to utilize 100% of its existing capacity. For the optimal use of Mongla Port's current capabilities, industrialization in the southwestern region is crucial. At the same time, the intrinsic development of the port and utmost importance on environmental preservation must be prioritized. The following four steps can be taken to support the sustainable development of Mongla Port:

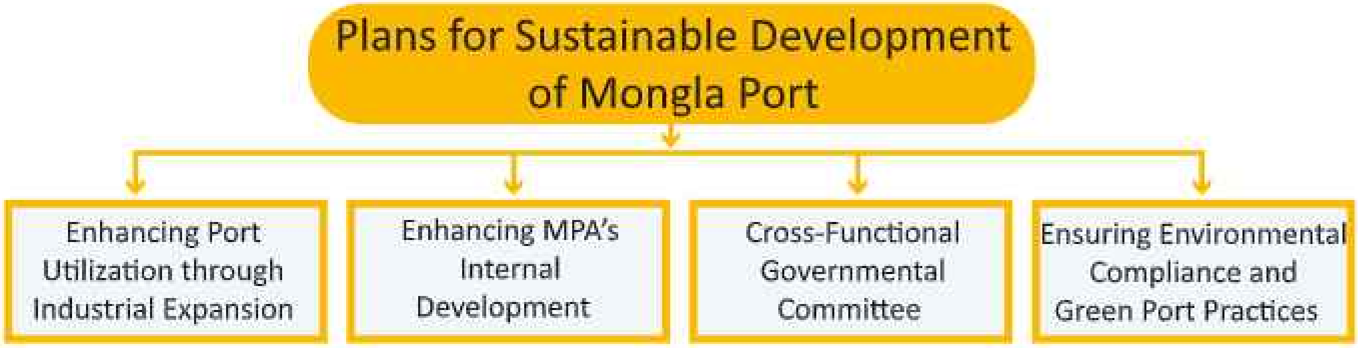

1. Enhancing Port Utilization through Industrial Expansion:

For the sustainable development of Mongla Port, along with expanding port-centric industrialization, the industrialization of the southwestern region must be given the highest priority. If the following key areas are addressed with utmost importance, it will not only lead to increased utilization of Mongla Port but also make its sustainable development significantly more achievable. For example:

A. Accelerating Industrial Zone Development:

- **Maximizing Mongla EPZ Potential:** There are 274 industrial plots, but only around 35 units are operational. The immediate priority is to drastically increase the number of industries in the Mongla Export Processing Zone (EPZ) and mandate that all EPZ exports use Mongla Port to ensure maximum utilization.
- **Activating Mongla Economic Zone (MEZ):** Though inaugurated in FY 2017–18 under a PPP model, industrial operations have not commenced. Full operation is crucial to enhance cargo handling, reduce pressure on Chattogram Port, and serve as a strategic hub for export-oriented industries (RMG, jute, food processing, shipbuilding).
- **Urgent Launch of Jessore EPZ:** The operational launch of Jessore EPZ will significantly boost import-export activities, expanding the port's utilization multifold and accelerating industrialization in the southwestern region.

B. Industrial Revival and Decentralization:

- **Reopening Closed Industries:** The closure of major government and private industries in Khulna (e.g., Khulna Newsprint Mills, Daulatpur Jute Mills, Mohsin Jute Mills) has caused widespread economic stagnation. The urgent revival of these establishments will not only restore regional prosperity and employment but also significantly enhance cargo flow through Mongla Port.

- **Strategic Relocation of New Industries:** The government must prioritize the decentralization of new export-oriented industries from Dhaka to the southwestern region (Khulna and Barishal divisions).
  - □ This will reduce the infrastructural and environmental burden on the capital.
  - □ New investors must be offered robust incentives (tax holidays, VAT exemptions, reduced utility rates).
  - □ Essential infrastructure upgrades (reliable electricity, piped gas, four-lane highways, rail links, ICDs) must be implemented urgently to support this industrial shift.

2. Enhancing MPA's Internal Development:

To become a globally competitive port, internal operational efficiency and infrastructure must be modernized.

A. Ensuring Navigability and Silt Management:

- **Addressing Siltation:** The 145 km long port channel faces a high rate of siltation. While "Outer Bar Dredging" is complete, large-draft vessels still face difficulties.

Key Actions for Navigability:

1. Regular maintenance dredging of the Pashur Channel.
2. Implementation of a river training and channel stabilization project.
3. Engagement of international consultancy firms for sustainable navigability planning.

- **Sustainable Dredged Silt Disposal Management:** Managing dredged material is a major environmental challenge. Solutions include:

1. Identifying and acquiring environmentally safe designated disposal sites.
2. Promoting beneficial reuse of sand and silt for land reclamation or construction, turning a problem into an economic opportunity.

B. Modernization, Connectivity, and Human Resources:

- **Full Automation and Digitalization:** A significant portion of port activities are still manual. Comprehensive automation and digital transformation across all functional areas (berth scheduling, customs, cargo handling, etc.) are essential to enhance efficiency, reduce costs, and align with global standards.

- **Direct Shipping Route to Europe:** The absence of a regular, direct shipping route from Mongla to Europe is a key limitation. Urgent establishment of this route will reduce dependency on overburdened Chattogram Port and significantly increase Mongla's trade volume and competitiveness.

- **Optimizing Multimodal Connectivity:** Mongla's relatively short distance to Dhaka via existing multimodal networks (rail, river, road) is a strategic advantage. This must be leveraged by enhancing and promoting integrated logistics services with Dhaka ICD and Pangaon Inland Container Port.

- **Skilled Human Resources and Infrastructure:**

□ Invest in domestic and international training for all personnel in modern technology, maritime law, and digital management.

□ Urgently modernize outdated internal infrastructure (terminals, smart warehouses, container yards) in line with the port's Master Plan and international standards.

□ Develop hospitality infrastructure (modern hotels/motels) near the port to attract and accommodate domestic and international port users and investors.

C. Governance and Stakeholder Collaboration:

- Strengthening Collaboration: Seamless coordination among the Port Authority, Customs officials, and port users is vital to reduce delays and build user confidence, which directly leads to increased port usage.

3. Cross-Functional Governmental Committee:

A high-level committee comprising representatives from the Chief Adviser's Office (CAO)/ Prime Minister's Office (PMO), Ministry of Finance, Ministry of Shipping, Ministry of Food, NBR, and others must be formed. This is crucial to accelerate coordinated decision-making, eliminate bureaucratic delays, and ensure faster execution of all development plans.

4. Ensuring Environmental Compliance and Green Port Practices:

Mongla Port's location adjacent to the UNESCO World Heritage Site, the Sundarbans, makes environmental accountability non-negotiable.

- **Mandatory Environmental Impact Assessments (EIAs):** Integrated EIAs must be mandatory for every major development project, with mitigation strategies developed in consultation with environmental and forest agencies.

- **Mitigation and Green Practices:** Development must be guided by a nature-based, climate-smart growth model. This includes:

  - Using eco-friendly technologies and green logistics (e.g., electric cargo handling systems).
  - Implementing strict waste management protocols and creating green buffer zones.
  - Investing in mangrove conservation and climate-resilient port design, as the Sundarbans acts as a natural shield against cyclones.

- **International Best Practices:** Adopt international best practices for green port certification and real-time environmental monitoring to ensure long-term ecological and economic viability.

Conclusion

Mongla Port, as the nation's second-largest seaport, holds immense potential to significantly bolster Bangladesh's economic landscape, particularly in the southwestern region. While its existing infrastructure and strategic location offer substantial advantages, the port's current utilization, in terms of ship arrivals and cargo handling, remains below its capacity. A concerted and multi-faceted approach to its sustainable development is not merely beneficial but absolutely essential for the country's economic future. To ensure the sustainable development of Mongla Port, the following actions can be expedited:

- Ensure 100% utilization of Mongla Port's existing facilities.
- Take measures to increase import-export activities through Mongla Port.
- Place maximum emphasis on industrialization in the southwestern region, including Mongla EPZ, Mongla Economic Zone and Jessore EPZ.
- Reopen all closed public and private industrial establishments within the Khulna Division.
- Prioritize establishing new export-oriented industrial units in the southwestern region over the capital, Dhaka.
- Provide tax rebate facilities, gas access, and modern communication systems in the southwestern region for new export-oriented industrial units.
- Make it mandatory to import all government-procured goods including food and fertilizer, through Mongla Port. This will reduce government import costs and enable all citizens to purchase goods at fair prices.
- A Cross-Functional Committee can be formed with various ministries (e.g. Chief Adviser's Office/Prime Minister's Office, Ministry of Shipping, Ministry of Finance, Ministry of Industries, Ministry of Food, NBR, etc.) to ensure the maximum utilization and sustainable development of Mongla Port.
- Ensure the navigability of the Poshur Channel to guarantee Mongla Port's sustainable development. Undertake and properly implement conservation dredging or river training projects. Activities similar to those adopted by large channel-connected ports worldwide to maintain navigability can be applied to Mongla Port.
- All structures within the port must be built according to the Master Plan to ensure its sustainable development.
- Provide domestic and international training (Technical/Legal/Office Management) to all levels of officers and employees of the port authority to enhance their skills.
- Ensure modern hotel and motel facilities in or near the Mongla Port area for port users to conduct their activities.
- Widely publicize Mongla Port's existing facilities to importers, exporters, and all stakeholders.
- Take initiatives to ensure housing and basic rights for all levels of officers and employees working at the port.
- As Mongla Port is built adjacent to the Sundarbans, maximum importance must be given to the environment in implementing sustainable development.

Finally, the sustainable development of Mongla Port is not merely about enhancing a single infrastructure asset; it is a strategic national imperative. It is necessary to urgently adopt various timely measures to maximize the utilization of Mongla Port's existing capacity and to further expand the port's overall facilities in the future. The implementation of sustainable development activities for Mongla Port is absolutely essential to quickly ensure the country's import-export activities, reduce costs for importers-exporters, decrease commodity prices, boost industrialization in the southwestern region, serve as an alternative port to Chattogram, and contribute to the overall economic development of the country.

বন্দর অগ্রযাত্রায় নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। মোংলা বন্দর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৫০ সালের ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ মার্চেন্ট জাহাজ 'সিটি অফ লিয়নস্' জয়মনিরগোল নামক এলাকায় এ্যাংকরেজের মাধ্যমে বন্দরের যাত্রা শুরু হয়। মোংলা বন্দরে বর্তমানে বিদ্যমান বিভাগ সমূহের মধ্যে নৌ-প্রকৌশল বিভাগ একটি গুরুত্বপুর্ণ বিভাগ। নৌ-প্রকৌশল বিভাগ মোংলা বন্দরের অপারেশন কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জড়িত।

মবক এর সকল জলযান, বার্জ, পন্টুন, বয়া ইত্যাদি মেরামত ও নতুন সংগ্রহ এবং মবক এর বিভিন্ন জলযান সহ যান্ত্রিক ও তড়িৎ বিভাগের হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টস সমূহে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা এ বিভাগের প্রধান কাজ। মোংলা বন্দরের চ্যানেল দীর্ঘ ১৪৪ কিলোমিটার লম্বা। কোন বিদেশী মার্চেন্ট জাহাজ মবক এর চ্যানেলের ফেয়ারওয়েতে প্রবেশ করার পর থেকে উক্ত জাহাজে পাইলটিং সেবা সহ মবক এর জেটিতে ভেঁড়া পর্যন্ত টোইং, পুশিং সহ বিভিন্ন ধরনের সেবা মবক কর্তৃক সরবরাহ করা হয়। সেজন্য মবক এর বহরে পাইলট বোট, পাইলট ডেসপাস বোট, টাগবোট ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ধরনের জলযানের প্রয়োজন হয়। মোংলা বন্দরের বহরে বর্তমানে ৪৬টি বিভিন্ন ধরনের জলযান রয়েছে।

মোংলা বন্দরের বহরের জলযানসমূহ

০১। টাগবোট	৯টি
০২। পাইলট বোট	৩টি
০৩। পাইলট ডেসপাস বোট	৩টি
০৪। মুরিং বোট	৩টি
০৫। বয়া লেইং ভেসেল	১টি
০৬। সেল্ফ প্রোপেল্ড ওয়াটার বার্জ	৩টি
০৭। ওয়ার্ক বোট	১টি
০৮। সার্ভে বোট	১টি
০৯। ড্রেজার ইউনিট	২টি ইউনিটে ৮টি
১০। স্পিল্ড অয়েল ক্লিক আপ ভেসেল	৩টি
১১। স্পিড বোট	৭টি
১২। মারপোল ওয়েস্ট কালেকশন ভেসেল-১টি	
১৩। ডাম্ব বার্জ	৩টি
সর্বমোট	৪৬টি

তাছাড়া বন্দরের বহরে বর্তমানে ১৯টি বিভিন্ন ডাইমেনশনের পন্টুন
চ্যানেলের জন্য মোট ৬১টি বিভিন্ন ডাইমেনশনের লাইটেড বয়া এবং ১২টি মুরিং বয়া রয়েছে।

বিভিন্ন জলযান, মেশিনারিজ ইত্যাদি এর সঠিক ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজন নিয়মিত সঠিকভাবে রুটিন মেরামত। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময় পর মেজর মেরামতের প্রয়োজন হয়। তাহলে জলযান, মেশিনারিজ ইত্যাদি হতে সর্বোচ্চ আউটপুট নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। মবক'র নিজস্ব জলযান সমূহের ডকিং, রিফিট এবং মেশিনারিজ সমূহের মেরামত নৌ-প্রকৌশল বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত।

মবক এর নিজস্ব বহরে Inland Shipping Ordinance (ISO) এবং Merchant Shipping Ordinance (MSO) ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের জলযান রয়েছে। বহরের ISO এবং MSO ভুক্ত অধিকাংশ জলযানই দীর্ঘদিনের পুরাতন হলেও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ হতে জলযানগুলো মেরামত পূর্বক সচল রাখার জন্য সর্বোত্তম প্রচেষ্টা রাখা হয় এবং জলযানগুলো সচল রেখে মবক এর অপারেশন কাজে নিয়োজিত রাখা হচ্ছে। কিছু পুরাতন জলযান ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত নতুন জলযান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও জলযান পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ পূর্বক পুরাতন জলযান সমূহ প্রতিস্থাপন করা হবে।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০ বোলার্ডপুলের ২টি টাগ বোট এবং ২০ বোলার্ড পুলের ১টি টাগবোট মবক এর বহরে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া ১টি Self Propelled Water Burge, ২টি Spilled Oil Clean Up Vessel, ১টি MARPOL Waste Collection Vessel ইতোমধ্যে মবক'র বহরে যুক্ত হয়েছে। ১টি Buoy Laying Vessel, ১টি Survey Mother Vessel, ১টি Search and Rescue Vessel এবং ১টি Pilot Mother Vessel আগামী জুন ২০২৬ এর মধ্যে মবক এর বহরে যুক্ত হবার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। তাছাড়া ২টি মুরিং বোট সংগ্রহের জন্য DPP মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মোংলা বন্দরের অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ হলো ১৪৪ কিলোমিটার লম্বা চ্যানেলের ড্রাফট মেইনটেইন করা। সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিয়মিত চ্যানেলের ড্রেজিং এর জন্য ২টি ২৮" কাটার সাকশন ড্রেজার এবং ১টি ৩৫০০ ঘন মিটার সক্ষমতার হপার ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক সহায়ক জলযান ও মালামাল সংগ্রহের জন্য DPP মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মবক'র জন্য সংগৃহীতব্য নতুন জলযান সমূহের নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে বার্থিং এর জন্য ইতোমধ্যে ৬টি পন্টুন সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। যে সকল জলযানের মেশিনারিজ দীর্ঘদিনের পুরাতন হয়ে গেছে ইতোমধ্যে কিছু জলযানের প্রোপালসন সিস্টেম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং আরও কিছু জলযানের প্রোপালসন সিস্টেম প্রতিস্থাপনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে এম এল অনুসন্ধানী জলযানের প্রধান ইঞ্জিন গিয়ারবক্স ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক মালামাল সহ প্রতিস্থাপনের নিমিত্তে ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া ২০২৬-২০২৭ অর্থ বৎসরে এম এল রাজহংস জলযানের প্রধান ইঞ্জিন গিয়ারবক্স ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক মালামাল প্রতিস্থাপনের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। রানিং জলযান সমূহ নিয়মিত ডকিং, মেরামত ও রিফিট কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরের মোট ৩টি জাহাজ ও ২টি পন্টুন এবং ২০২৬-২০২৭ অর্থ বৎসরেও মোট ৩টি জাহাজ এবং ২টি পন্টুন ডকিং, মেরামত ও রিফিট কাজের জন্য নির্ধারিত আছে। নৌ-প্রকৌশল বিভাগ হতে সকল ধরনের ক্রয় প্রক্রিয়া e-GP System এ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের ভিত্তিতে জলযান সমূহের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়।

মবক এর বহরে বিভিন্ন ধরনের নতুন জলযান যুক্ত হলেও সে সকল জনবলের সেট আপ আলাদাভাবে অনুমোদিত না থাকায় তার বিপরীতে নতুন জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে একজন মেরিন ড্রাইভার, গ্রিজার ও অন্যান্য জাহাজী স্টাফদের একাধিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে দুই এর অধিক জলযানে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান পূর্বক অপারেশন কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। জলযান সংগ্রহের সাথে জলযানের সেট আপ অনুমোদন হওয়া খুবই জরুরী। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ১৯টি জলযান সংগ্রহ করা হবে। তন্মধ্যে ৮টি ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত জলযান সমূহ সুষ্ঠু ও সন্তোষজনকভাবে মবক এর অপারেশন কাজে নিয়োজিত রাখার স্বার্থে DPP অনুমোদনের পাশাপাশি জনবলের নিয়োগের জন্য সেট আপ অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ মবক এর বহরে জলযান সমূহ সচল রাখতে সর্বদা সচেষ্ট আছে এবং জলযান সমূহ মবক এর অপারেশন কাজে নিয়োজিত রেখে মবক তথা দেশের রাজস্ব আয়ে নৌ-প্রকৌশল বিভাগ ভূমিকা রেখে চলেছে।

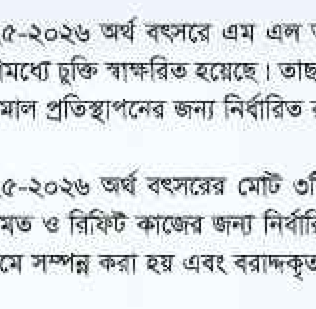

অনুপ চক্রবর্তী
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (নৌ)
নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
মবক

সাম্প্রতিক সময়ে জ্বর এবং তার প্রতিকার

বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বত্র জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে, জ্বর বিভিন্ন ভাবে প্রতিটি পরিবারকে আক্রমণ করছে। জ্বরের প্রাদুর্ভাবে প্রচুর মানুষ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধ এবং শিশুরা বেশী ভোগান্তিতে পড়ছে। একই সঙ্গে যাদের ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার এবং অন্যান্য জটিলতা রয়েছে তারা আরও ঝুঁকিতে পড়ছে। জ্বর সাধারণত তখনই হয় যখন শরীরে কোনো জীবাণু যেমন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে। বর্তমানের জ্বরগুলোকে মোটাদাগে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

ভাইরাস জ্বর

উপসর্গ

- জ্বর ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে ১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে যেতে পারে।
- গায়ে ব্যাথা এবং গিটে গিটে ব্যাথা হতে পারে।
- বমি বমি ভাব, বমি থাকতে পারে।
- পাতলা পায়খানা হতে পারে।
- মাথা ব্যাথা, দুর্বলতা।
- কাশি এবং কখনও কখনও শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে।
- শরীরে ফোসকা ও র‍্যাশ হতে পারে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা

- জ্বরের এখনও কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় -
- কমপ্লিট ব্লাড চেক আপ।

চিকিৎসা

ভাইরাস জ্বরের প্রধান চিকিৎসা লক্ষণ ভিত্তিক -

- জ্বর বেশী থাকলে প্যারাসিটামল জাতীয় ট্যাবলেট খেতে হবে।
- গায়ে র‍্যাশ থাকলে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ খেতে হবে।
- প্রচুর পরিমাণে পানি এবং পানি জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যথানাশক ঔষধ এড়িয়ে চলতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর

উপসর্গ

- জ্বর সাধারণত ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত থাকে।
- ১ দিন বা ২ দিন পরে জ্বর কমে যায়।
- গায়ে ব্যাথা থাকতে পারে।
- গায়ে বিশেষ করে হাড়ে এবং পেশীতে ব্যাথা থাকতে পারে।
- ডেঙ্গু শক সিনড্রম হলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা

- Dengue NS1- (এটি সাধারণত ৩ দিন থেকে ৫ দিন এর মধ্যে Positive হয়)
- Dengue IgG, IgM - এটি সাধারণত ৫ দিন পর Positive হয়
- Complete Blood Count (CBC) - Plelete দেখা খুবই জরুরী কারণ Plelete Count কমে যেতে পারে

চিকিৎসা

- জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খেতে দিতে হবে।
- গায়ে র‍্যাস থাকলে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ দেওয়া যেতে পারে।
- ব্যাথা নাসক পরিহার করতে হবে
- Aspirine জাতীয় ঔষধ দেওয়া যাবে না
- প্রয়োজনে অবশ্যই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

চিকুন গুনিয়া

উপসর্গ

- জ্বর সাধারণত ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত থাকতে পারে
- ১ দিন বা ২ দিন পরে জ্বর কমে যেতে পারে
- গায়ে ব্যাথা, গিটে গিটে ব্যাথা, পা ফোলা থাকতে পারে
- দুর্বলতা সহজে কমে যায়

পরীক্ষা নিরীক্ষা

- PCR for chikungunya ১-৫ দিন পর্যন্ত পজিটিভ থাকতে পারে
- Chikungunya IgG, IgM - ৫ দিন থেকে ৮ দিন পর্যন্ত পজিটিভ থাকতে পারে

চিকিৎসা

- জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খেতে দিতে হবে।
- ব্যাথা এবং ফোলা থাকলে Prednisolone জাতীয় ঔষধ উপকার পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ

যেহেতু এগুলি মশাবাহিত রোগ তাই মশা নিয়ন্ত্রণ করা
এবং বাড়ির আশে পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত জরুরী।

ডাঃ মোঃ শামীম রেজা
আবাসিক চিকিৎসক
মবক

সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর ও মোংলা বন্দর: বাংলাদেশের দক্ষিণের জীবনীশক্তি

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল এক অনন্য ভূ-প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে একসাথে মিলেছে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্যের আধার এবং বাণিজ্যের গতিশীল কেন্দ্র। এখানে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, বিশাল জলরাশি বঙ্গোপসাগর, আর দক্ষিণের বাণিজ্যকেন্দ্র মোংলা সমুদ্র বন্দর। তিনটি উপাদান একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত- একটি রক্ষা করে, আরেকটি জীবিকা দেয়, আর অন্যটি এগিয়ে নেয় দেশের অর্থনীতি।

পৃথিবীর বৃহত্তম উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন, যা প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত, এর প্রায় ৬০ শতাংশ বাংলাদেশের সীমানায় এবং ৪০ শতাংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তৎকালীন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো এই বনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেয়। প্রায় ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত বাংলাদেশের এই সুন্দরবন শুধু জীববৈচিত্র্যের জন্য নয়, টিকে থাকারও প্রতীক। বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রতীক সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও প্রতীক। পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা দেয়াল। প্রতিকূল পরিস্থিতি অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততার প্রকোপ থেকে এই বন আমাদের দক্ষিণাঞ্চলকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। এখানেই রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, কুমির এবং গেওয়া-গরান-সুন্দরী গাছের সমারোহ, যা এই বনকে দিয়েছে অনন্য জীবনধারা। সুন্দরবনের নদ-নদী, খাল-বিল ও গহীন অরণ্য মিলিয়ে এটি যেন এক জীবন্ত প্রাকৃতিক গবেষণাগার। তাছাড়া এই বনটি দেশের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুন্দরবনের দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর, যেটি বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর। এটি বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কার উপকূলকে সংযুক্ত করেছে। বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের জন্য সমুদ্র বাণিজ্যের মূল প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। সমুদ্রের এই বিশাল জলরাশি শুধু বাণিজ্য নয় মৎস্য সম্পদ, জ্বালানি গ্যাস ও সমুদ্র জীববৈচিত্র্যের এক বিশাল ভান্ডার।

সম্প্রতি বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে এক বিবৃতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "বাংলাদেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু বাংলাদেশই নয়, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোও তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বঙ্গোপসাগরের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল"। দেশের সমুদ্রসীমার একটি পরিপূর্ণ হাইড্রোগ্রাফিক তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে আরো পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য হাইড্রোগ্রাফিক পেশাজীবীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় বলেন, "বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত ও সমৃদ্ধ করতে সমুদ্র তলদেশের নির্ভুল মানচিত্রায়নের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও টেকসই সমুদ্রনীতি গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে জাতিসংঘের সমুদ্র আইন অনুযায়ী, আমাদের মহীসোপান অঞ্চল নির্ধারণ এবং সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বিকাশে হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের সামরিক ও নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ সমুদ্র বন্দরের উন্নয়ন, মৎস সম্পদ সংরক্ষণ, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন"।

দক্ষিণ সীমান্ত ছুঁয়ে বিস্তৃত এই বঙ্গোসাগর দেশের বাণিজ্য ও জ্বালানি সম্ভাবনার প্রধান উৎস। সমুদ্রজ সম্পদ, মাছ, খনিজ গ্যাস- সব মিলিয়ে এটি বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) কেন্দ্রবিন্দু। দেশকে একটি উৎপাদনমুখী ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র রূপান্তরে সুনীল অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য সমুদ্র সম্পদকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারে বিশদ, হালনাগাদ ও নির্ভুল হাইড্রোগ্রাফিক তথ্যের কোনো বিকল্প নেই। ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) ধারণাকে সামনে রেখে বঙ্গোপসাগরের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে কাজ করে যাচ্ছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নেতিবাচক দৃশ্যও রয়েছে এ অঞ্চলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূল ক্ষয় ও লবণাক্ততা বর্তমানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি সুন্দরবনের সবুজ প্রান্তঘেষে অবস্থিত মোংলা সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্য ও শিল্প কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। উক্ত বন্দরকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শিল্প কলকারখানা। মোংলা বন্দরসহ এ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের মোট অর্থনীতিতে অন্যতম অংশীদার হিসেবে প্রতি অর্থ বছরে ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই সমুদ্র বন্দর কেবল দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনীতিকেই গতিশীল করেছে এমন নয়, বরং দেশের জাতীয় বাণিজ্য ব্যবস্থায় এনে দিচ্ছে নবউদ্যম ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। সমুদ্র বন্দরটি পরিচালনা ও উন্নয়ন তদারকি করে থাকে "মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ" নামক সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যেটিকে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবেশদ্বারও বলা হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বন্দরের অবকাঠামো যথেষ্ট উন্নয়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে-

ক) গভীর চ্যানেল খনন করে বড় জাহাজ চলাচলের উপযোগী করা;

খ) বন্দরে আধুনিক কন্টেইনার টার্মিনাল ও ওয়্যারহাউজ স্থাপন;

গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় বন্দর থেকে বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় সহজেই সরাসরি পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা চলমান রয়েছে;

ঘ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের ফলে বর্তমানে পণ্য তসরুফ বা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কার্যত শূন্যে নেমে এসেছে;

ঙ) সেবার মান উন্নয়নে বন্দর কার্যক্রমে ধারবাহিকভাবে নতুন প্রযুক্তি এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি যুক্ত করা হচ্ছে।

তাছাড়া খুব শিগ্রই বন্দরের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনায় অনলাইন পেমেন্ট গেইটওয়ে ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে বন্দর ব্যবহারকারীগণ যেকোন স্থান থেকে বন্দর মাসুল প্রদান এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সহজেই জানতে পারাসহ বহুমাত্রিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। আশাকরি উক্ত অনলাইন পেমেন্ট গেইটওয়ে ব্যবস্থা সংযোজন বন্দর কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যুক্ত করবে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বন্দরের আয় ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রেখে ধারাবাহিক উন্নয়ন অব্যাহত থাকলে আগামীতে দেশের অর্থনীতিতে মোংলা বন্দর অন্যতম অংশীদার হিসেবে নেতৃত্ব দিবে।

মোংলা বন্দর কেবল বাংলাদেশেরই নয়, বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান ও ভারতের ট্রানজিট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ উদ্যোগ কার্যত বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর পরিণত হবে আঞ্চলিক বাণিজ্যের এক উজ্জ্বল বাতিঘরে।

পরিশেষে বলতে পারি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি সুন্দরবন কার্যত প্রকৃতিকে রক্ষা করে, বঙ্গোপসাগর অর্থনীতিকে চালিত করে, আর মোংলা বন্দর এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ এই দক্ষিণাঞ্চলের সুষম বিকাশের উপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল। সর্বোপরি দক্ষিণের প্রাণঃ সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর ও মোংলা বন্দর হতে পারে বাংলাদেশের পরিবেশ, অর্থনীতি ও সম্ভাবনার সমন্বিত প্রতিচ্ছবি। এই অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ সংরক্ষণ, নীল অর্থনীতি ও আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে গড়ে উঠা এখন সময়ের দাবি। সুন্দরবনের সবুজ, বঙ্গোপসাগরের নীল আর মোংলার ইস্পাতের শক্তি-এই ত্রিমাত্রিক সমন্বয়ই গড়ে তুলতে পারে টেকসই ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

হাফিজুর রহমান
সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি অপাঃ
আইসিটি সেল, মবক

৭৫তম বন্দর দিবসে মোংলা বন্দর: সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর ও সুনীল অর্থনীতির নবযাত্রা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল যেন প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি সুন্দরবনের ছায়াঘেরা নদীনালা বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি আর তার কোলে গড়ে ওঠা মোংলা বন্দর। এই অঞ্চল কেবল আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নয়, বরং অর্থনৈতিক সম্ভাবনারও প্রাণকেন্দ্র। আজ যখন আমরা উদযাপন করছি **৭৫ তম বন্দর দিবস**, তখন মোংলা বন্দরের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একত্রে আলোচনার দাবি রাখে, কারণ এটি বাংলাদেশের ব্লু- ইকোনোমির (Blue Economy) নতুন দিগন্ত উন্মোচনের অগ্রদূত।

মোংলা বন্দর: ইতিহাস ও অগ্রযাত্রা

মোংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর, যার অবস্থান সুন্দরবনের উপকণ্ঠে, পশুর নদীর তীরে। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বন্দর আজ জাতীয় অর্থনীতির এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর এক সময় বন্দর কার্যক্রম সীমিত থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার ও বন্দর কর্তৃপক্ষের যুগান্তকারী উদ্যোগে মোংলা আবারও প্রাণ ফিরে পেয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পাঞ্চল, বিশেষ করে খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও গোপালগঞ্জ জেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আজ মোংলা বন্দর কেন্দ্রিক। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর এই অঞ্চলের সঙ্গে রাজধানী ও শিল্প কেন্দ্রগুলোর সংযোগ আরও মজবুত হয়েছে, ফলে মোংলা বন্দরের কার্যক্রমে এসেছে এক নতুন গতি।

সুন্দরবন: প্রকৃতি ও বন্দরের সহাবস্থান

মোংলা বন্দরের সবচেয়ে কাছের সঙ্গী হলো বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। এটি শুধু জীব বৈচিত্র্যের আশ্রয় নয়, বরং প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবেও আমাদের সুরক্ষা দেয়। প্রতি বছর বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততার বিরুদ্ধে সুন্দরবন এক প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। বন্দরের উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা আজ সময়ের দাবি। মোংলা বন্দরের কর্তৃপক্ষ পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই বন্দর পরিচালনার মাধ্যমে একটি **"গ্রীনপোর্ট"** গড়ে তোলার পথে এগিয়ে চলেছে। এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাড়ছে, অন্যদিকে সুন্দরবনের নাজুক ইকো সিস্টেমও সংরক্ষিত হচ্ছে।

বঙ্গোপসাগর: সম্ভাবনার নীল দিগন্ত

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার যা আমাদের জন্য এক বিশাল সম্পদের ভান্ডার। এই বঙ্গোপসাগরই আমাদের (Blue Economy) বা **সুনীল অর্থনীতির** প্রধান ক্ষেত্র। মাছ, সামুদ্রিক শৈবাল, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ, নবায়নযোগ্য শক্তি, পর্যটন সবকিছুই এই সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতির অংশ। মোংলা বন্দরের অবস্থানগত কারণে, বঙ্গোপসাগর ভিত্তিক বাণিজ্য ও সুনীল অর্থনীতির প্রবাহে অন্যতম প্রধান সংযোগস্থল হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, ভুটান, নেপাল এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রুট হিসেবে মোংলা বন্দরের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্লু- ইকোনোমির: টেকসই উন্নয়নের নতুন ভরকেন্দ্র

বিশ্ব এখন "সবুজ" ও "নীল" অর্থনীতির যুগে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ সরকারও ইতোমধ্যে ''Blue Economy policy" প্রণয়ন করেছে, যার লক্ষ্য হলো সমুদ্র সম্পদকে টেকসইভাবে ব্যবহার করে জাতীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

মোংলা বন্দর এই সুনীল অর্থনীতির বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারেঃ

- এখানে গড়ে উঠতে পারে মেরিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন
- জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প
- মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র
- এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্প

এর মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে, সৃষ্টি হবে নতুন কর্মসংস্থান, এবং দেশের রপ্তানি আয়ে যুক্ত হবে এক নতুন অধ্যায়।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন: স্মার্ট মোংলা, সবুজ উপকূল

মোংলা বন্দরে ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন আছে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প যেমন, কন্টেইনার জেটি নির্মাণ, আধুনিক ক্রেন ও ন্যাভিগেশন সিস্টেম, ড্রেজিং প্রকল্প এবং ডিজিটাল কার্গো মনিটরিং ব্যবস্থা। এই উন্নয়নগুলো বন্দরের সক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়ে তুলছে। ভবিষ্যতের মোংলা হবে "Smart Port Smart Coast" যেখানে প্রযুক্তি, পরিবেশ ও মানব সম্পদের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে টেকসই অর্থনৈতিক অঞ্চল। সুন্দরবনের ছায়ায়, বঙ্গোপসাগরের বুকে দাঁড়িয়ে, মোংলা বন্দর একদিন হয়ে উঠবে দক্ষিণ এশিয়ার Blue Economy Hub এই বিশ্বাস এখন বাস্তবের পথে।

সমাপনী ভাবনা

৭৫ বছরের এই বন্দর দিবস আমাদের শুধু অতীতের সাফল্য নয়, ভবিষ্যতের দায়িত্বও স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা যদি সুন্দরবনকে রক্ষা করে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে, প্রযুক্তিনির্ভর সুনীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারি তবে মোংলা বন্দর হয়ে উঠবে এক সত্যিকারের "বাংলাদেশের নীল ভবিষ্যতের প্রবেশদ্বার।"

৭৫তম বন্দর দিবসে শুভেচ্ছা সকল বন্দরকর্মী, প্রকৌশলী, শ্রমিক, নাবিক ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রতি। তাদের হাতে গড়ে উঠছে সেই বাংলাদেশ, যার দিগন্তে মিলছে নীল সমুদ্র, সবুজ বন আর উন্নয়নের আলোকরেখা।

"মোংলা বন্দর সুন্দরবনের ছায়ায়, বঙ্গোপসাগরের বুকে, বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির ভবিষ্যৎ।"

মোঃ আল মামুন
উচ্চমান সহকারী
নিরাপত্তা বিভাগ,মবক

মোংলার "৭৫" বছরের গৌরবগাথা

নদী বেষ্টিত সবুজ তটে, সুন্দরবনের ছায়ায়,
জেগে উঠেছিল মোংলা বন্দর, জাতির গর্বের মায়ায়।
১৯৫০ সালের সেই ডিসেম্বরের প্রভাতে,
"সিটি অব লায়ন্স" এলো যেদিন পশুর নদীর তীরে,
খুলে গেল বাণিজ্যের দ্বার, দেশের স্বপ্ন নীড়ে।
শুরু হলো নতুন যাত্রা, বাণিজ্যের সেই পথে,
বাংলার আশা, শ্রম আর ঘাম মিশে গেল তাতে।
পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে আজ, গর্বে মাথা উঁচু,
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত,
বন্দরের ভাগ্য সেথায় শুরু।
দেশের সাথে ভাগ্য লেখা, উন্নতির গান গায়
ঝড়-জল আর দুঃসময়েও থামেনি তার গতি,
শ্রমিকদের হাতে গড়া এই সাফল্যের স্মৃতি।
স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়।
পঁচাত্তর বছরের ইতিহাস, সংগ্রাম আর জয়,
বাংলার বুকে মোংলা বন্দর এক অনন্য পরিচয়।
এসো, গেয়ে তুলি মোরা, মোংলা বন্দরের গান
বাংলার আশা, বাণিজ্যের আলো মোংলারই স্লোগান।
পঁচাত্তর বছরের গৌরব আজ, উচ্ছ্বাসে ভরা দেশ,
মোংলা বন্দর উন্নতির সোপান, ভবিষ্যতের রেশ।
জাহাজ ভিড়ে, স্বপ্ন ভাসে, কর্মের গানে ভরে,
মোংলা বন্দর বেঁচে থাকবে, বাংলাদেশের অন্তরে।

শেখ সাজেদ আলী (শানী)
উচ্চমান সহকারী
অর্থ ও হিসাব বিভাগ, মবক

পশুর নদীর তীরে

মোংলা বন্দর
পশুর নদীর পার,
বণিক আর বাণিজ্যের দ্বার;
ধ্বনিত হয় জাহাজের হুংকার।
নোঙর করে সারাদিন ভিড়ে,
প্রহরীদার হয়ে ঘিরে
নোনাজল অরণ্য;
স্রোতের তালে ভেসে যায় বৈশ্বিক পণ্য।

সিন্ধু হতে আগমনী তরী ভাসিয়ে দেয় নদীতট;
সৃষ্টি হয় জীবন আর জীবিকার চিত্রপট।
গতি ফিরে ভেঙে চলে সব কর্মজট;
নিবেদিত শ্রম আর শ্রমিকের ঘাম
বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত এক বন্দরের নাম।
শহরের অদূরে সৃষ্ট বাণিজ্যের প্রাণ,
চারিপার্শ্বে গোল, গরান আর কেওড়ার ঘ্রাণ।
এখানে উদয় আর অস্ত যায় দিবাকর,
উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় পঁচাত্তরে আজ মোংলা বন্দর।

ক্রেন, বিদ্যুৎ, জাহাজ বহর
কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত প্রতি প্রহর।
শ্রেণীভেদে নাবিক হতে লস্কর,
চিত্রকরের হাতে অঙ্কিত আমাদের মোংলা বন্দর।
স্বপ্নে দেখি মোরা উন্নয়ন শীরে,
দক্ষিণের স্রোতস্বিনী পশুরের তীরে।
জোয়ারের শ্রোত আর ভাটির টান
ছন্দ আর সুর মিশ্রিত হয়ে এক প্রকৃতির গান।

শেখ ইমতিয়াজ হোসেন অমি
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
মবক

মোংলা বন্দর

পশুর নদীর তীরে, সুন্দরবনের পাশে,
মোংলা বন্দর জাগে নতুন দিনের আশে।
দেশের দ্বিতীয় বন্দর, বাণিজ্যের সে দ্বার,
বয়ে আনে কত পণ্য, ঘোচে অন্ধকার।

বিদেশি জাহাজ যত, আসে সারি সারি,
দেশ গড়ার কাজে তারা করে তড়িঘড়ি।
জেটিগুলো সদা ব্যস্ত, খালাস-বোঝাই কাজে,
দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরে দ্রুত বেগে।

খুলনা শহর হতে কিছুটা দূরে তার স্থান,
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, রাখে দেশের মান।
কর্তৃপক্ষের কর্মীরা সব, থাকে সদা সজাগ,
ব্যবসা-বাণিজ্যে আনে নতুন এক জাগ।

কার ইয়ার্ডে গাড়ি জমে, কন্টেইনারের ভিড়,
দেশের উন্নয়নে মোংলা বন্দর রেখেছে শির।
সময় সাশ্রয় করে, গতিশীলতা বাড়ে
বাণিজ্য-যাত্রীরা স্বস্তি ভরে ফেরে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের আশা, বাণিজ্যের সে গতি,
মোংলা বন্দরের জয় হোক, এটাই আমাদের প্রীতি।
সারা বিশ্বের সাথে হোক, তার নিবিড় যোগ,
মোংলা বন্দর উন্নয়নে সফল হোক।

কে এম শাওন
নিরাপত্তা বিভাগ
মবক

প্রিয় বিদ্যালয়

প্রিয় মোংলা বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
শিক্ষার আলো ছড়িয়ে
থাকবে তুমি স্মরণীয় হয়ে,
আমার স্বপ্ন ছোঁয়া কল্পকুঞ্জ মনে
থাকবে তুমি কাজল দিঘির ঐ
পদ্মফুলের মতো শোভা ছড়িয়ে।
রাতের আকাশের ঐ
চাঁদের মতো আলো দিয়ে
পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয়ে
লাল কিরণের মতো হাসি ছড়িয়ে
থাকবে তুমি বরেন্দ্রিয় হয়ে
অজস্র ছাত্রের হৃদয়ে
আপন শিক্ষার আলো দিয়ে।
থাকবে তুমি স্মৃতিচারণ দিয়ে
আমার এ হৃদয় নিকেতনে,
সদা শ্রদ্ধা-সম্মান লয়ে
প্রাণ প্রিয় বিদ্যালয় হয়ে।

সামিহ্ ইসলাম সোহা
শ্রেণিঃ ২য়, রোলঃ ১

মোংলা বন্দর

পশুর নদীর তীরে, মোংলা বন্দর জাগে,
দেশ-বিদেশের জাহাজ এখানে এসে লাগে ।
প্রশাসন করে নীতি, ট্রাফিক বোঝায় খালাস,
যান্ত্রিক - তড়িৎ দেয় গতি, কাটে সব আলস্য।
নৌপথের দিশা দেয় হারবার ও মেরিন,
নিরাপত্তা থাকে জাগ্রত, রাত কিবা দিন।
সুস্থ রাখে মেডিকেল, শ্রমিকের যত্নে,
পাশাপাশি বিদ্যালয় আলো ছড়ায় রত্নে।
অর্থ হিসাব রাখে টাকা, করে ব্যয় বরাদ্দ,
সিভিল ও হাইড্রোলিক গড়ে জেটি করে সুদৃঢ়।
শিক্ষা নিয়ে আগামী প্রজন্ম হয় মহা জ্ঞানী,
বন্দরের ভবিষ্যৎ গড়ে, করে সব মানি।
বাণিজ্যের এই প্রাণকেন্দ্র, বাংলার অহংকার,
এই কর্মযজ্ঞে মোংলা, করে না বিসংবাদ ।

শেখ মেহমেদ রিজওয়ান
শ্রেণিঃ ৯ম, রোল: ০২, বিভাগ: বিজ্ঞান

মোংলা বন্দর: আশার আলো'

জোয়ারে ভেসে আসে নব দিনের গান
মোংলার বুকে জাগে স্বপ্ন ঐ আকাশ- সমান।
নোনা জলের গন্ধে মিশে শ্রমের সুর,
তরঙ্গ কহে - "এই বন্দর হবে গৌরবের নূর।"
লোহা, কয়লা, পণ্যভরা জাহাজ আসে যায়
হাসে গাঙচিল, সূর্যিমামা আলোয় ঝলমলায়।
ঘামে ভেজা হাতে গড়ি ভবিষ্যতের পথ
বন্দর মাঝে জাগিয়ে তুলি উন্নয়নের রথ।
পদ্মার স্রোতে মিশে সুন্দরবনের ছায়া
সবুজের কোলে স্বপ্ন পায় নতুন দিনের মায়া।
সমুদ্রের দিগন্তে ঐ জ্বলে আশার প্রদীপ
এ তো মোংলা বন্দর-বাংলার গর্ব, স্থির সন্দীপ।
যতই বয়ে যাক ঝড়, আসুক উত্তাল জোয়ার
মোংলার আলো যেন কভু না নিভে, থাকুক অটল অহংকার।
বাংলার বাণিজ্যে বাজে তার গান,
মোংলা বন্দর-হোক উন্নতির অমর ধ্বনিগান।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মান্নান
সহকারী প্রকৌশলী
সিভিল ও হাইড্রলিক্স বিভাগ, মবক।

বাংলার অন্তরে

সবুজের সম্ভারে মাঠে ঘাটে প্রান্তরে,
হারিয়ে যাই আমি বাংলার অন্তরে।
চান্দা বিলের ঝিলে খুঁজি আমি আনমনে,
মেতেছি জলকেলী শাপলা শালুক তুলি।
রূপবতী রূপসী ভাদরী উর্বশী,
শৈশবের লুকোচুরি দিবস যামিনি।
আউশে ভরাক্ষেতে বায়ুশে দোলনী,
ছুঁয়ে যায় অভিসারে পূর্ণিমা সুন্দরী।
শ্রাবণে শ্রাবণী রূপবতী লাবণী,
ফাল্গুনে ফাল্গুণী অপরূপ দামিনি।
চেয়ে থাকি অপলোকে বাংলার মেঠোপথে,
মমতায় মোড়ানো ভালবাসার চাদরে।
জড়িয়ে রাখে আদরে ভরা যৌবনা ভাদরে,
স্বর্গসুখ এইখানে সবুজ বাংলার অন্তরে।

ফজিলা খাতুন
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রঃ ও সঃ)
মবক

Mongla Port – Gateway of the Tides

Where rivers meet the whispering sea,
Mongla Stands with quiet dignity.
Ships like dreams from lands afar,
Anchor beneath the Bengal star.
Crimson dawn on water's face,
Reflects a nation's steadfast grace.
Through silt and storm, through trade and toil,
Flows life upon her muddy soil.
The Sundarbans watch with ancient eyes,
As cranes and masts like Prayer's rise.
Between the mangroves, calm and deep,
The Port hums low, it does not sleep.
O Mongla, keeper of the Southern door,
You carry hope from shore to shore,
In every wave, in every breeze,
Lives the spirit of these timeless seas.

Himangshu Saha
Assistant Teacher (Trained)
B.A (Hons), MA (English), B.Ed.

অংকন শিল্পী: ফালাক তাবাচ্ছুম সোবাহ। নৌবাহিনী স্কুল, খুলনা

অংকন শিল্পী: দিহান। ৪র্থ শ্রেণী

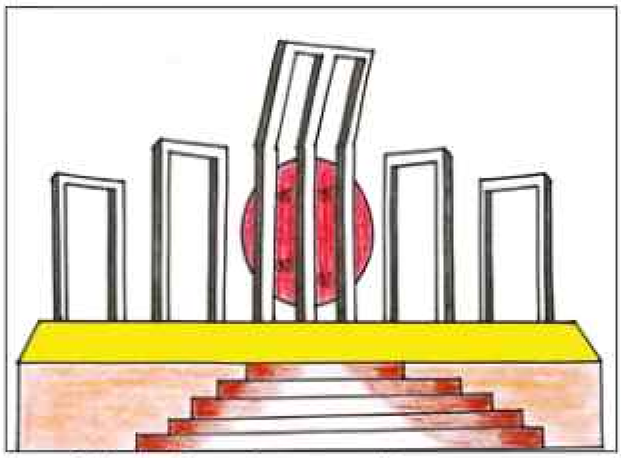

অংকন শিল্পী: শেখ মিনহান রিয়ান। ৩য় শ্রেণী

অংকন শিল্পী: মামনুর আক্তার (মিতি)। ৬ষ্ঠ শ্রেণী

অংকন শিল্পী: আয়মান বিন নূর
৪র্থ শ্রেণী। পোর্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়। খুলনা

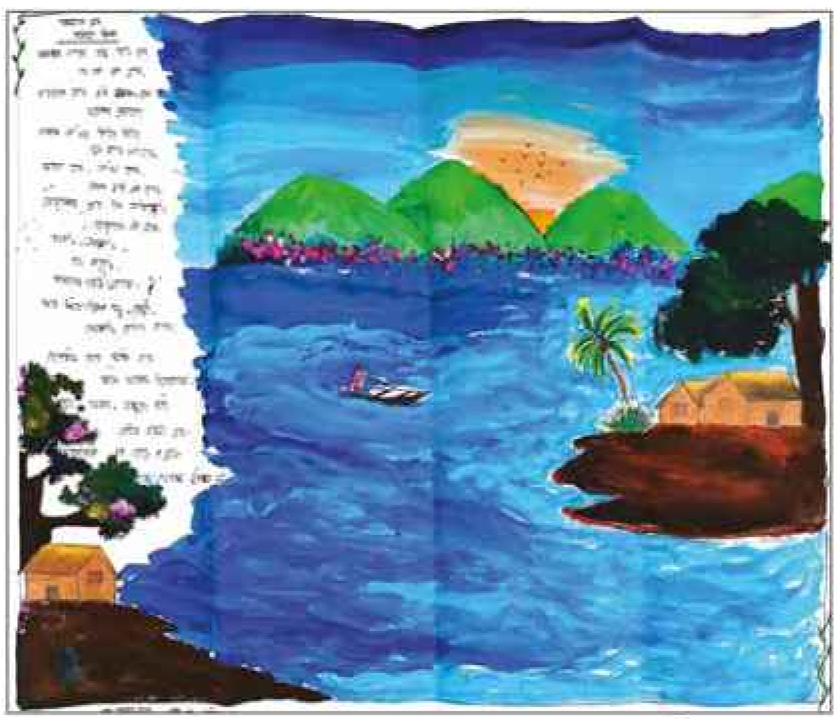

অংকন শিল্পী: হুমায়রা মিনহা

রাজা ও তাঁর তিন মন্ত্রী

একবার এক রাজা তাঁর তিন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, এই নাও তোমাদের একটি করে খালি বস্তা দিলাম। তোমাদেও প্রধান কাজ হলো বনে গিয়ে বিভিন্ন ফল কুঁড়িয়ে এই বস্তা ভরে নিয়ে আসা। দেখি কে কত তাড়াতাড়ি বস্তা পুরন করে আনতে পারে। এরপর সেই তিন মন্ত্রী বনে চলে গেলেন।

প্রথম মন্ত্রী চিন্তা করলেন, রাজা বলেছেন তাই বনের ভালো ফল কুঁড়িয়ে তা পুরন করি এবং সে সেই মতো বনের ভালো ফল কুঁড়িয়ে বস্তা পুরন করে ফিরে আসলো।

দ্বিতীয় মন্ত্রী চিন্তা করলেন, রাজার অনেক কাজ সে কি আর বস্তা খুলে দেখবে! সে দেখবেন বস্তা পূরন হয়েছে কি না। তাই সে ঘাস লতা-পাতা ইত্যাদি দিয়ে বস্তার নিচের অংশ পুরন করে উপরে কিছু ভালো ফল দিয়ে বস্তা ভরে ফিরে আসলেন।

তৃতীয় মন্ত্রী চিন্তা করলেন, রাজার এত সময় কোথায় সে কি আর বস্তা খুলে দেখবে সে তো শুধু দেখবে বস্তা পুরন হয়েছে কিনা। তাই সে বনের কাঠ, লতা-পাতা, ঘাষ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে বস্তা ভরে ফিরে আসলেন।

তিন জন মন্ত্রী রাজার কাছে হাজির। রাজা সবার বস্তাগুলো পুরন করা দেখে রাজা খুশি হলেন। তিনি বস্তাগুলো খুলে দেখলেন না।

তৃতীয় মন্ত্রী তার বুদ্ধির কথা চিন্তা করে নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করলেন।

একটু সময় নিয়ে রাজা নিজের সিংহাসনে বসলেন এবং এই তিন মন্ত্রীকে তাদের বস্তা সহ ৭দিনের জন্য কারাগারে পাঠালেন এবং প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কক্ষে দিলেন। রাজা ঘোষনা করলেন এই ৭দিন কেও তাদের সাথে দেখা করতে ও খাবার দিতে পারবে না। রাজার এই আদেশে তাদের তিন জনকে কারাগারে বন্দি করা হলো। প্রথম মন্ত্রী তার ভালো ফল খেয়ে ৭দিন আরামে কাটিয়ে দিলো এবং দ্বিতীয় মন্ত্রী তার বস্তার উপরের ভালো ফল খেয়ে মাত্র দুই দিন কাটাতে পারলেও সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তৃতীয় মন্ত্রীর বস্তায় কোনো ফল ছিল না তাই তিনি না খেতে পেয়ে কারাগারে মারা গেলেন।

এই গল্পের শিক্ষণীয় বিষয় হলো, "আমরা যদি আমাদের কর্ম জীবন ও লেখাপড়ার জীবনে ফাঁকি দিয়ে যাই, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অবশ্যই এর ফল ভোগ করবো।" তাই আমরা অবশ্যই আমাদের কর্ম জীবন ও লেখাপড়ার জীবনে কখনোই ফাঁকি দেব না।

গল্প: মিছাঃ শারমিন সুলতানা মায়া।
শ্রেণি: পঞ্চম। রোল: ০৫

কৌতুক

১.
শিক্ষক: তোকে যে ব্যাকটেরিয়া আঁকতে বলেছিলাম। কিন্তু এ তুই কী দিলি? এতো সাদা কাগজ।
ছাত্র: স্যার এতো দিন ধরে পড়ালেন ব্যাকটেরিয়া খালি চোখে দেখা যায় না। আমি তো এঁকেছি, কিন্তু আপনি কী করে দেখবেন?
২.
একটি ছেলের বাবা ও একটি লোক মারামারি করছে। ছেলেটি পুলিশের নিকট গিয়ে বলল, 'পুলিশ কাকু, পুলিশ কাকু আমার বাবাকে না একজন মারছে।' পুলিশটি জিজ্ঞাসা করল, এতক্ষণ তুমি বলনি কেন? ছেলেটি বলল, এতক্ষণ তো আমার বাবা লোকটিকে মারছিল।
৩.
একটা মোটা মহিলা একটি ছোট্ট মেয়েকে বলল, তুমি আমার মতো বড় হলে কী করবে? উত্তরে মেয়েটি বলল, "ডায়েট কন্ট্রোল"।
৪.
একটি লোক একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের ঘরে যদি আগুন না থাকে তখন তুমি কি করবে? উত্তরে ছেলেটি বলল, একটি রবি'র সিম নিয়ে বলব - জ্বলে ওঠো আপন শক্তিতে।

শোভিক হাসান শান্ত
সপ্তম শ্রেণি, রোল-০২

MONGLA PORT AUTHORITY

লা বন্দর কর্তৃপক্ষ
GLA PORT AUTHORITY

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
MONGLA PORT AUTHORITY

MONGLA PORT IN FUTURE

Mongla Port at 75 - Gateway to Growth
MONGLA PORT AUTHORITY
75
1950-2025
Mongla Port at 75 - Gateway to Growth
MONGLA PORT AUTHORITY

More Rewards · Supreme Features
Contactless · Secured
VISA Signature Credit Card
THE
RIGHT CARD
WHEREVER
YOU GO
Trust Bank
VISA
SHAMIM AHMED
Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion
16201
cards@tblbd.com
www.tblbd.com

মোংলা বন্দরের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে স্মরণিকা প্রকাশনার জন্য মোংলা বন্দর বার্থ ও শিপ অপারেটর এ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন।

মোংলা বন্দরের সফলতা কামনায়

মোংলা বন্দর বার্থ ও শিপ অপারেটর এ্যাসোসিয়েশন

MONGLA BANDAR BERTH & SHIP OPERATOR ASSOCIATION

JH Santa Tower (1st Floor), 17 KDA Avenue, Moylapota, Khulna. Tel : 880-2477725546, Mob: 01755121999, E-mail: mbbsoa2211@gmail.com

JAMUNA GAS
নিরাপত্তার সাথে চলে দীর্ঘদিন
নিরাপদ ও সাশ্রয়ী জ্বালানি
যমুনা এলপি গ্যাস
সারা দেশ জুড়ে এলপি গ্যাস এর প্রয়োজনে
আমরা আছি আপনার পাশে
আমাদের সেবা সমূহ
কুকিং গ্যাস
বাসাবাড়িতে রেটিকুলেশন সিস্টেম
ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস
কমার্শিয়াল গ্যাস
অটো গ্যাস
Corporate Office:
Jamuna Spacetech Joint Venture Limited
99,Rupayan Golden Age (2nd Floor), Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka 1212
Call: +8802222281598 | +88 01769-969493
www.jamunagas.com | corporate@jamunagas.com
JSJVL
Jamuna Gas
Since 2000

AB Bank
এবি
কোটিপতি
ডিপোজিট স্কিম
ভাবনাহীন আগামীর হাতছানি
৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত মেয়াদ
দৈনিক স্থিতির উপর আকর্ষণীয় মুনাফার হার
মেয়াদ শেষের পূর্বে ভাঙালেও রয়েছে আকর্ষণীয় মুনাফা
abbl.com
১৬২০৭

ভি আর এম গোল্ড সিমেন্ট
জার্মান প্রযুক্তি
সূক্ষ্ম কণার সিমেন্ট।
সাধারণ সিমেন্ট থেকে দ্বিগুণ শক্তিশালী।
দুবাই থেকে আমদানীকৃত উন্নতমানের ক্লিংকার দ্বারা তৈরি সিমেন্ট।
দুবাই বাংলাদেশ সিমেন্ট মিলস্ লিঃ
মোংলা, বাগেরহাট।
E-mail : info.dubcml@gmail.com, Web: www.ahossaingroup.com
Helpline : 01938 800169

NRB Bank
Not Just Another Bank
NRB নিশ্চয়তা
নিশ্চিন্তে থাকুক
পরিবারের প্রিয় মানুষেরা
NRB নিশ্চয়তা ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট
১ কোটি টাকা পর্যন্ত
ফ্রি জীবনবীমা সুবিধা
যা বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ
16568
NRB Click

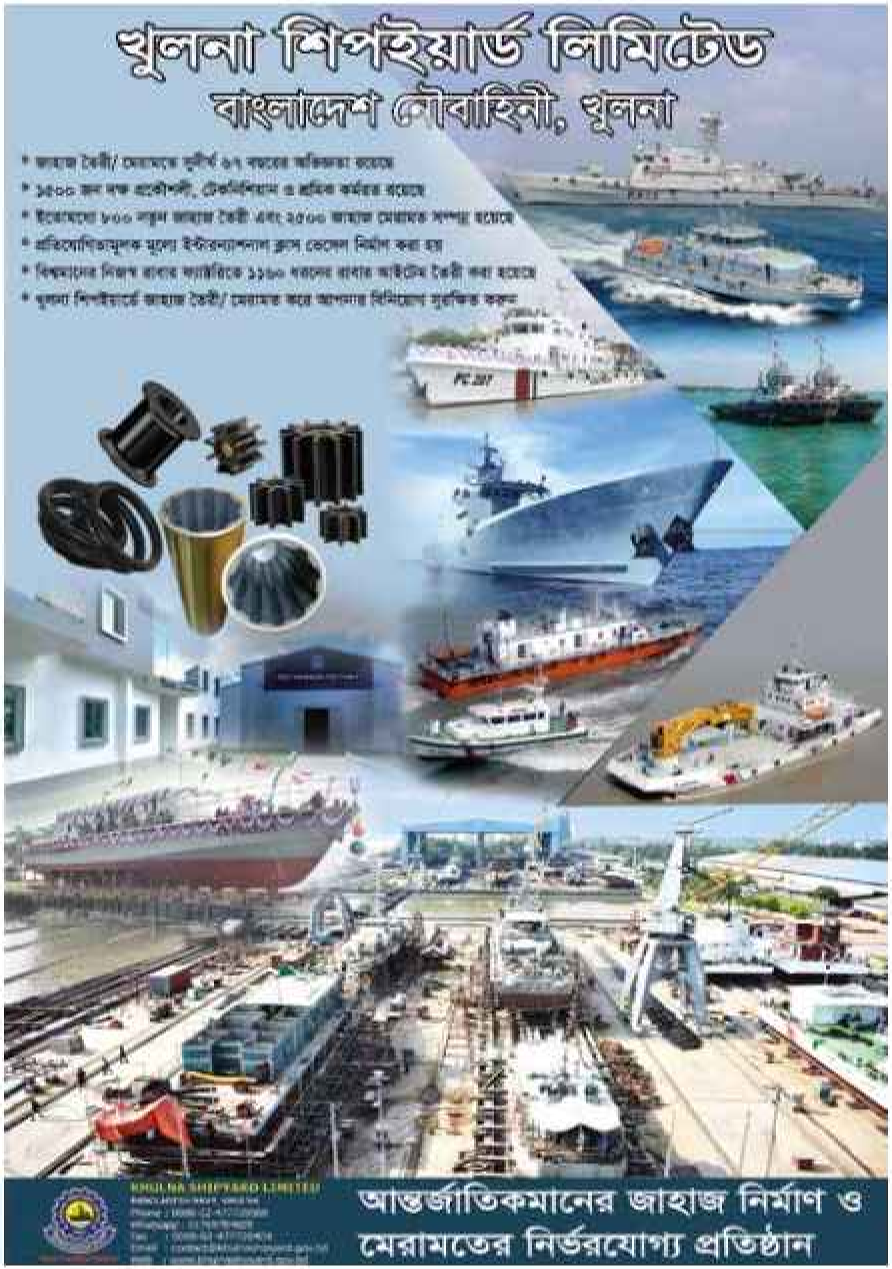

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড
বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা
আন্তর্জাতিকমানের জাহাজ নির্মাণ ও
মেরামতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

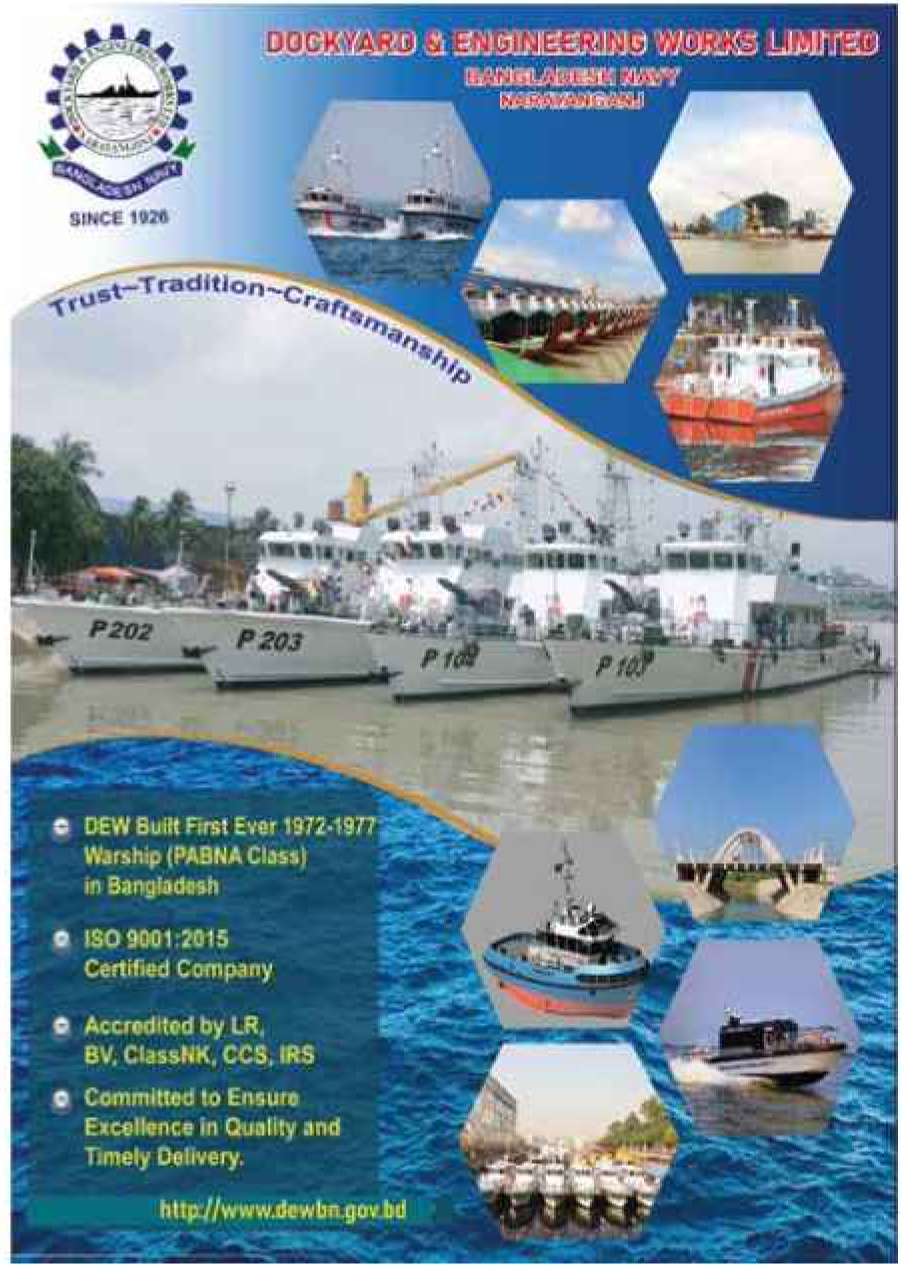

DOCKYARD & ENGINEERING WORKS LIMITED
BANGLADESH NAVY
NARAYANGANJ
SINCE 1926
Trust~Tradition~Craftsmanship
P 202
P 203
DEW Built First Ever 1972-1977 Warship (PABNA Class) in Bangladesh
ISO 9001:2015 Certified Company
Accredited by LR, BV, ClassNK, CCS, IRS
Committed to Ensure Excellence in Quality and Timely Delivery.
http://www.dewbn.gov.bd

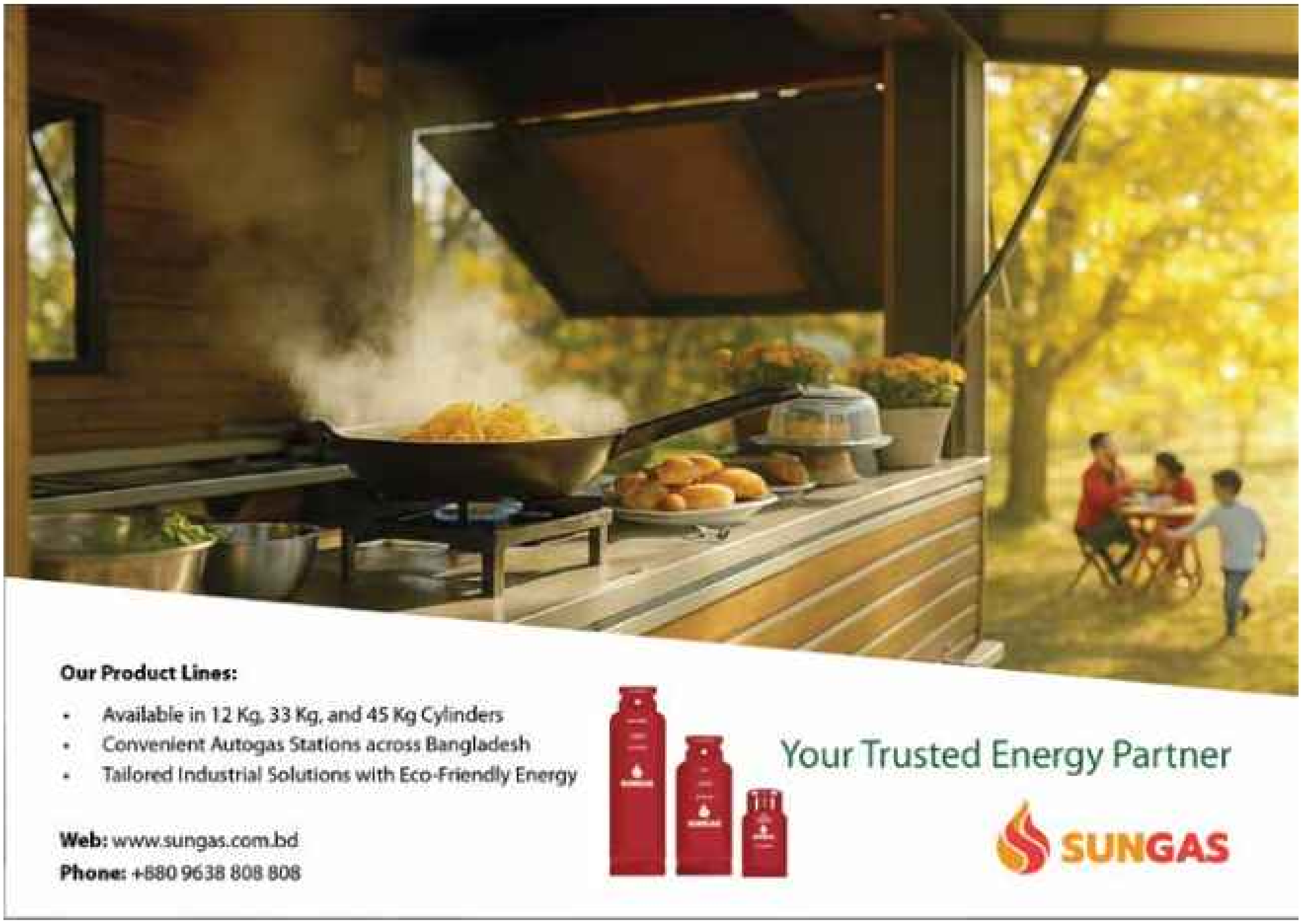

Our Product Lines:
• Available in 12 Kg, 33 Kg, and 45 Kg Cylinders
• Convenient Autogas Stations across Bangladesh
• Tailored Industrial Solutions with Eco-Friendly Energy
Web: www.sungas.com.bd
Phone: +880 9638 808 808
Your Trusted Energy Partner
SUNGAS

বিশ্বসেরা ক্লিংকারে
দেশের সেরা সিমেন্ট
বসুন্ধরা সিমেন্ট তৈরি হয় আমদানিকৃত
বিশ্বসেরা ক্লিংকার থেকে। তাই বসুন্ধরা
সিমেন্ট হয় বিশ্বমানের।
জার্মান প্রযুক্তিতে তৈরি
সবচেয়ে শক্তিশালী সিমেন্ট
বসুন্ধরা
সি মে ন্ট

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭৫তম বন্দর দিবস উপলক্ষ্যে

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য
ও নির্বাহী কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে জানাই

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

BANGLADESH SHIPPING AGENTS' ASSOCIATION
★ KHULNA ★

শুভেচ্ছান্তে-
বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষে:-
সভাপতি
ও
কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন, খুলনা

Omera
HOTLINE
16797
দেশজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহে
সবার আস্থা দেশের সেরা, ওমেরা
আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি, নিশ্চয়তা আর নিরাপত্তার সাথে বাসা-বাড়ি, রেস্টুরেন্ট, ফ্যাক্টরি ও যানবাহনসহ দেশজুড়ে সবখানে সফলতার সাথে জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাচ্ছে 'ওমেরা'। দেশজুড়ে সবার নির্ভরতার নাম ওমেরা, দেশের সেরা এলপি গ্যাস।
নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ
সঠিক মাপ ও মানসম্পন্ন
সবচেয়ে নিরাপদ সিলিন্ডার
চলে বেশি, সাশ্রয় বেশি
পাওয়া যায় দেশের সর্বত্র
পরিবেশবান্ধব
Omera LPG
আমাদের সেবাসমূহ
Omera CYLINDERS
Omera LPG
Omera PRIORITY
Omera AUTO GAS
/omeralpg.com
/OmeraLPGas
company/omera-petroleum-limited

CCECC

CCECC South Asia is committed to enhancing regional connectivity and fostering shared prosperity. By actively engaging in infrastructure development, technology cooperation, and industrial upgrading across South Asia, the company promotes local employment and capacity building while advancing green operations to protect the environment. Meantime, CCECC South Asia actively supports public welfare initiatives, building mutual respect and harmony with local communities, fulfilling its social responsibilities, and achieving win-win cooperation and sustainable development.

1985
Began Implenting Projects in Nepal

2013
The Belt and Road Initiative

2015
Deployed Personnel in Bangladesh. Began Tracking Markets in India and Sri Lanka.

2017-2023
Business expansion in Bangladesh, Sri Lanka and Myanmar

2024-Now
Establishment of CCECC South Asia

中国土木南亚区域公司
CCECC SOUTH ASIA

Address: House 1, Road 13, Baridhara Diplomatic Zone, Dhaka-1212
Email: ccecc-bd@ccecc.com.cn

RAIL TRANSIT & AIRPORT SECTOR

MARINE AND DREDGING SECTOR

BUILDING & URBAN UTILITIES SECTOR

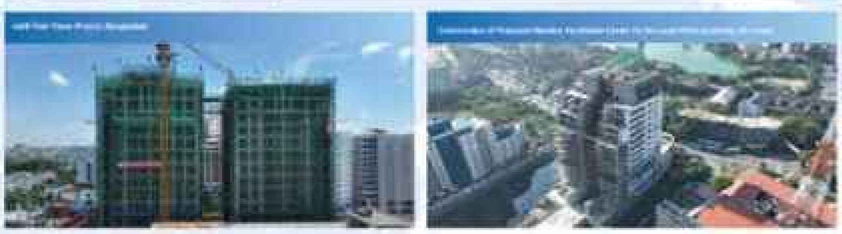

WATER SUPPLY & SANITATION SECTOR

EMERGING INDUSTRIES

- New Energy Sector
- Energy Conservation & Environmental Protection Sector
- Smart Zone Sector
- New Materials Sector
- Logistics Sector
- Healthcare Sector
- Agriculture Sector
- Mining Sector
- Vocational Education Sector
- Platform + Operator Model

FOOTPRINT OF CCECC IN SOUTH ASIA

10 Years | 24 Projects | 600+ Equipment | 2500+ Employees

SERVICE HIGHLIGHTS
Shipping Agency
Owners' Protective Agency
Clearing & Forwarding Agency
OTL
OCEAN TRADE LIMITED since 1983
As Agent for Maersk Bangladesh Ltd.
KHULNA OFFICE:
DHAKA OFFICE:
CHITTAGONG OFFICE:

SERVICE HIGHLIGHTS
End-to-end transport solution with inland trucking/trailering.
Cargo vessel services to/from Bangladesh-India via PROTOCOL ROUTE.
Stevedoring services at MONGLA & PAYRA Ports.
KTL
KHULNA TRADERS LIMITED since 1970
Complete Logistics Service Provider
GET IN TOUCH WITH US
6, Shamsur Rahman Road,
Khulna-9100, Bangladesh
ktl.otl@gmail.com

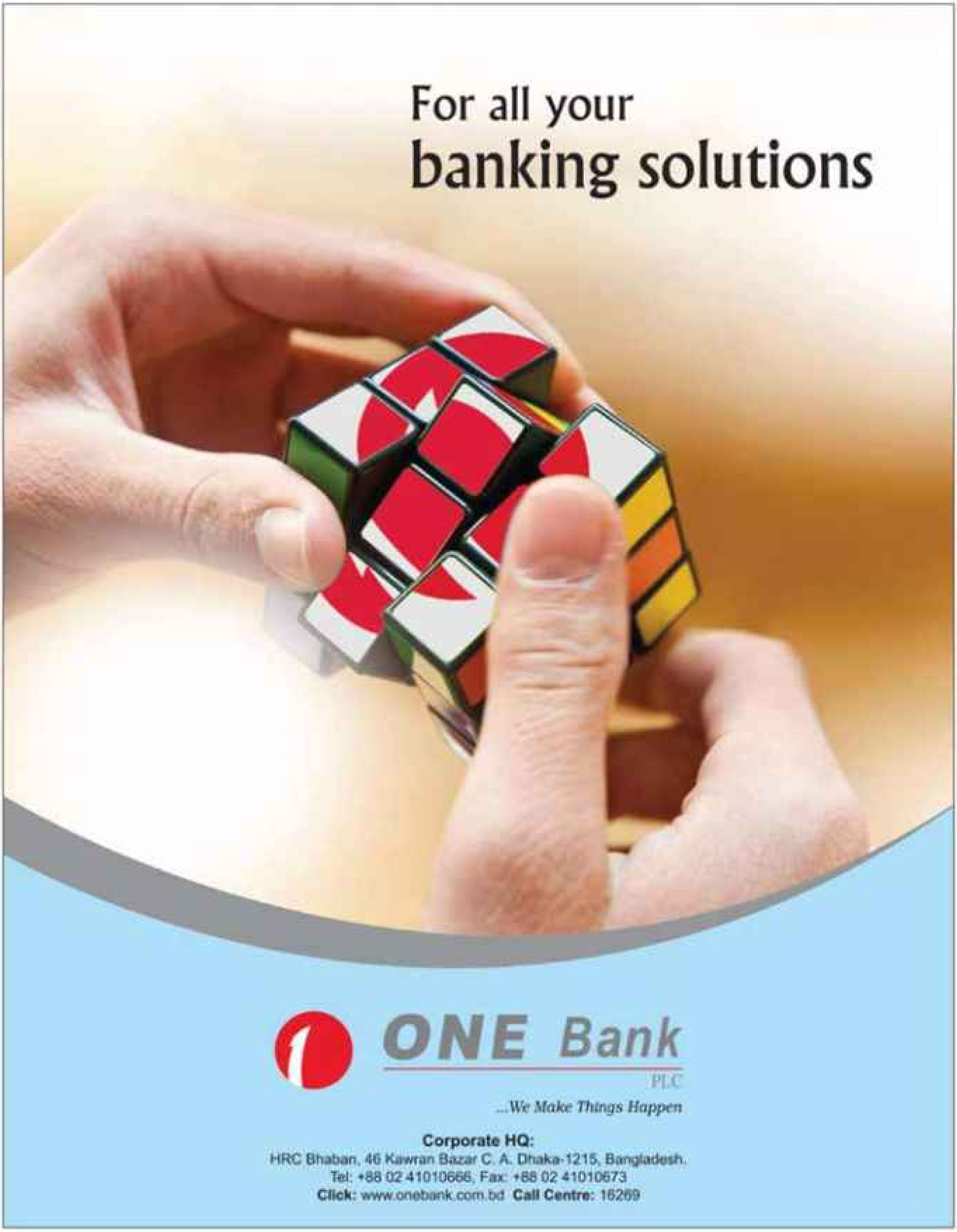
For all your
banking solutions
ONE Bank
PLC
...We Make Things Happen
Corporate HQ:
HRC Bhaban, 46 Kawran Bazar C. A. Dhaka-1215, Bangladesh.
Tel: +88 02 41010666, Fax: +88 02 41010673
Click: www.onebank.com.bd Call Centre: 16269

Helpline: +880 1329 685 333 | www.bmenergybd.com | www.facebook.com/bmenergybd

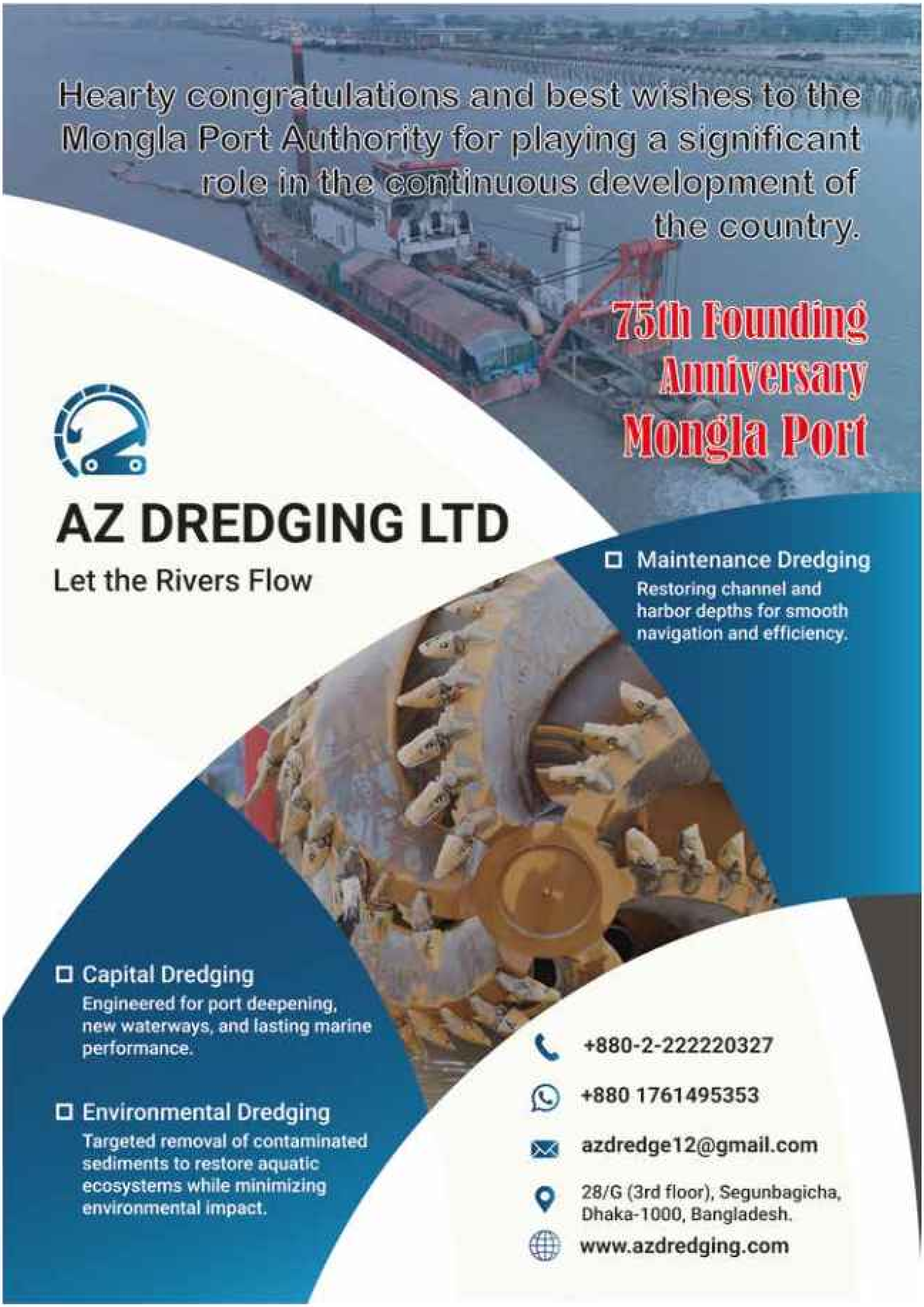
Hearty congratulations and best wishes to the Mongla Port Authority for playing a significant role in the continuous development of the country.
75th Founding Anniversary Mongla Port
AZ DREDGING LTD
Let the Rivers Flow
Maintenance Dredging
Restoring channel and harbor depths for smooth navigation and efficiency.
Capital Dredging
Engineered for port deepening, new waterways, and lasting marine performance.
Environmental Dredging
Targeted removal of contaminated sediments to restore aquatic ecosystems while minimizing environmental impact.
+880-2-222220327
+880 1761495353
azdredge12@gmail.com
28/G (3rd floor), Segunbagicha, Dhaka-1000, Bangladesh.
www.azdredging.com

Since 1978
BRB
অন্যতম বিশ্বে...
...বাংলাদেশে শীর্ষে
আমাদের উৎপাদিত পণ্য সম্ভার
Achievements
President Award
Awarded by Honorable President
National Export Trophy (Gold)
Awarded by Honorable Prime Minister
Certification
ISO 9001
CPRI
GL APPROVED
TÜV
Awards
BIZZ
NPO
বি এস টি আই অনুমোদিত
বি আর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
ISO 9001-2015
certified company
web:www.brbcable.com

UNITED GROUP

UNITED
REFINERY & BULK
STORAGE LTD.

PREMIUM STORAGE & JETTY FACILITIES

NOW AVAILABLE FOR RENT

DRY STORAGE FACILITY
10,700 S. FEET

LIQUID STORAGE FACILITY
10,000 MT

JETTY FACILITY
100 METER LOI

UNITED REFINERY & BULK STORAGE LIMITED.
MONGLA PORT INDUSTRIAL AREA.
PLOT NO: 16-17 | MONGLA, BAGERHAT.
TEL: +8802 9861 000 (10 LINES), +8802 8850 161, +8802 8850 165

CALL FOR BOOKING
01951 155 076

PUTTING CUSTOMERS FIRST

We are collaborative.
We are challenging limits.
We are charting a future course.

We are PIL.

Asia's leading container shipping line with 100 vessels, and presence in 90 countries across Asia, China, Africa, Middle East, Latin America, Oceania and the Pacific Islands.

find out more at:
pilship.com

PIL

BEOL
বাংলাদেশের ১ নম্বর ভোজ্যতেল
RUPCHANDA
FORTIFIED SOYABEAN OIL
রূপচাঁদা
ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল
স্বাস্থ্যকর প্রতিটি ফোঁটা

ভবিষ্যৎ হোক নিশ্চিন্ত
মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরে ডিপোজিট হবে ডাবল
ডাবল বেনিফিট ডিপোজিট স্কিম
কমিউনিটি ব্যাংক নিয়ে এলো ডাবল বেনিফিট ডিপোজিট স্কিম যা আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে সফল করতে এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি চমৎকার বিনিয়োগের সুযোগ।
বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
• মাত্র ৫ বছর ৬ মাসের বিনিয়োগ
• মেয়াদ শেষে দ্বিগুণ রিটার্ন
• অ্যাকাউন্ট খোলার সর্বনিম্ন পরিমাণ মাত্র ১০,০০০ টাকা
• স্কিমের বিপরীতে লোন সুবিধা
• কমিউনিটি ক্যাশ অ্যাপের মাধ্যমে ২৪/৭ ব্যালেন্স দেখার সুবিধা
• স্বয়ংক্রিয় নবায়ন সুবিধা
*শর্ত প্রযোজ্য
আজই যোগাযোগ করুন নিকটস্থ শাখায় এবং নিশ্চিত করুন আপনার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ আর্থিক ভবিষ্যৎ।
দেশব্যাপী কমিউনিটি ব্যাংক-এর শাখাসমূহের অবস্থান জানতে স্ক্যান করুন
কমিউনিটি ব্যাংক
communitybankbd.com | 16707

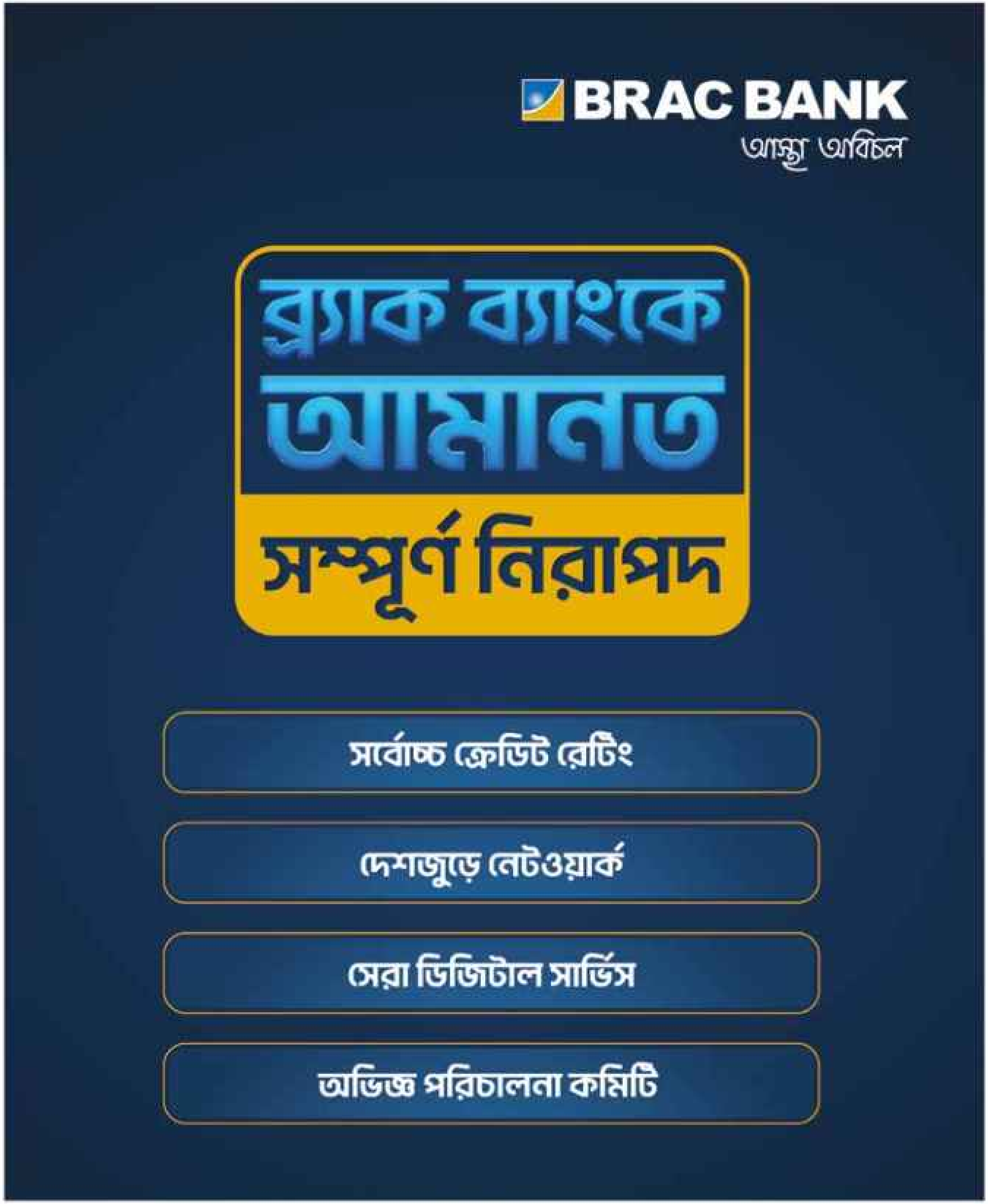
BRAC BANK
আস্থা অবিচল
ব্র্যাক ব্যাংকে
আমানত
সম্পূর্ণ নিরাপদ
সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং
দেশজুড়ে নেটওয়ার্ক
সেরা ডিজিটাল সার্ভিস
অভিজ্ঞ পরিচালনা কমিটি

Panda
LIGHT E COMFORTABLE
PANDA FASHION SHOES.
SIMPLEFASHION
ALL-MATCH
简约时尚 · 潮流百搭
No 110, Anannye Shopping Complex,

Panda
LIGHT E COMFORTABLE
PANDA FASHION SHOES.
SHOES
缓震厚底跑鞋

Panda
LIGHT E COMFORTABLE
PANDA FASHION SHOES.
NEW
FASHION
肆意踩水 不打滑
• NO SLIPPING •

Panda
LIGHT E COMFORTABLE
PANDA FASHION SHOES.
NEW
TIDESHOES
休闲时尚 · 款式百搭

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় মোংলা বন্দর

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে মোংলা বন্দর ব্যবহার করুন

বিদ্যমান সুবিধাদি

- মোংলা বন্দরের ট্যারিফ রেট অন্যান্য বন্দরের তুলনায় কম।
- বন্দরে একই সময়ে ২০,০০০ গাড়ি রাখা সহ গাড়ি আমদনিকারকদের জন্য বিশেষ সুবিধাদি বিদ্যমান।
- দ্রুত মালামাল উঠানামার সার্বিক ব্যবস্থা।
- দিবারাত্রি ২৪ ঘন্টা মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের ব্যবস্থা।
- বন্দরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আইএসপিএস কোড যথাযথ অনুসরণ করা হয়।
- বিদেশী জাহাজ আগমন ও নির্গমনের সময় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কোস্টগার্ডের নিয়মিত টহল বিদ্যমান।
- এ বন্দর থেকে নিরাপদে, কম খরচে সড়ক, ও নৌ পথে সহজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মালামাল পরিবহনের সুবিধা রয়েছে।
- বন্দর জেটির সম্মুখে ৭.৫ মিটার ড্রাফ্‌ট এর জাহাজ বার্থিং এর সুবিধা রয়েছে।
- স্থায়ীভাবে বন্দর চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হয়েছে।
- দীর্ঘ ১৩০ কিঃমিঃ বন্দর চ্যানেলে লাইটেড বয়া ও লাইট টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে দিবারাত্রি নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে জাহাজ
- চলাচলের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নেভিগেশনাল সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
- কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ১৩৪ টি আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।
- খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটিতে নিরাপদে মালামাল সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং সুবিধাদি বিদ্যমান।
- বিদেশী বানিজ্যিক জাহাজের জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে ৪৯ টি পার্কিং সুবিধা রয়েছে।
- ট্যাগবোর্ট, পানিন্সী বোর্ট, মুরো বোর্ট সহ এ বন্দরে ৩৮ টি সহায়ক জলযান রয়েছে।

MONGLA PORT AUTHORITY

Mongla, Bagerhat-9351

www.mpa.gov.bd

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের
THEME SONG

স্মরণে বরণে, ভাবি একই ঠিকানা
মোংলায় মোংলায়, ফিরিয়া ফিরিয়া
গভীরে হয়তো, হৃদয় গভীরে

গরবে মরমে, রাখি একই বাসনা
মোংলায় মোংলায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া
করুণা নয়তো, কোন করুণায়

দেখ সারি সারি জাহাজে ভরি ভরি
কত কত পণ্যে জেটির পরে জেটি
প্রতি প্রতি ক্ষণে মোদের সংযোজনে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাড়ে দেশের অর্থনীতি

বন্দরে নোঙ্গরে, বাধা নিশানায়
থাকি মোরা সীমাহীন আশা-ভরসায়
মিথ্যে নয়তো, কোন ছলনায়

দক্ষিণে যাও যত পাবেনা তো খুঁজে
মোংলার মত নেই এত অবদানে
পাশে সুন্দরবনে ছায়াময় মমতায়
কতটুকু জানা ঐ সুদূরের অজনায়

শিল্পীর শিল্পের তুলিতে আঁকা
নদী নয় চোখ জুড়ে ছবি আঁকাবাঁকা
নিবিড়ে হয়তো, স্বপ্ন নিবিড়ে

কথা	: কাজী আবেদ হোসেন, যুগ্ম সচিব ও সদস্য (অর্থ), মবক
সুর ও সংগীত	: আনোয়ার শিকদার
কণ্ঠ	: কাজী আবেদ হোসেন ও সাবিনা সুলতানা অশ্রু

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা-৯৩৫১, মোংলা, বাগেরহাট
টেলিফোনঃ ০২-৪৭৭৭৫৩৮০৩, ফ্যাক্সঃ ০২৪৭৭৭৫৩৭৭৮
www.mpa.gov.bd